ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 March, 2021 ■ আগরতলা, ২৮ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৪ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে গুরুত্ব পেল ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত প্রসঙ্গ

ঢাকা,২৭ মার্চ (হি.স.) : শনিবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সীমান্ত প্রসঙ্গ উঠে আসে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান।

সাক্ষাতের পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সীমান্তে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ ঘটনা বাড়ার কথা তুলে ধরে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ‘দেখার জন্য’ নরেন্দ্র মোদীকে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এই অনুরোধ জানিয়েছেন যেন এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো শূন্যে নেমে আসে। জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, মাঠ পর্যায়ের সহযোগিতা এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে সহায়তা করবে।”

বৈঠকে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি

ঢাকায় নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে একাধিক চুক্তিতে মৌ সাক্ষরিত হয়। ছবি-পিআইবি।

বলেন, এক লাখেরও বেশি মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিককে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে ভারতের আরও সক্রিয় ভূমিকা আশা করে বাংলাদেশ। এদের অনেকেই যেন মাদক ব্যবসা ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য যত দ্রুত তাদের ফেরত পাঠানো যায় ততই মঙ্গল।

তিস্তা নদীর জলবণ্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, “তিস্তা পাড়ের মানুষের খুব কষ্ট হয়। ৯ বছর আমরা দুই দেশ এই চুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।”নরেন্দ্র মোদি, সবগুলো নদীর জলবণ্টন বিষয়ে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানের বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি।

বাংলাদেশকে ১২ লাখ কোভিড ভ্যাকসিন উপহার দেওয়ার জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এটা ভারতের সর্বাগ্রে প্রতিবেশী এই নীতিরই প্রতিফলন। ভারতের ঋণচুক্তি (এলওসি) বাংলাদেশ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী। তবে এর আওতায় অকার্যকর প্রকল্পগুলো তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দ্রুত ঋণ ছাড় করে প্রকল্পগুলোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে ঢালাও উন্নয়ন গুরুত্ব বিজেপির ইস্তাহারে

আগরতলা, ২৭ মার্চ (হি.স.)।। আধুনিক শহরের ধাঁচে খুমুলুংকে গড়ে তোলার সাথে ২৭ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজ ইস্তাহার

প্রকাশ করল বিজেপি। টিটিএএডিসি নির্বাচনে বিজেপি-র নির্বাচনি ইস্তাহারে ঢালাও উন্নয়নই স্থান পেয়েছে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি এই ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হলে উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ককবরক ভাষা এবং অন্যান্য সমস্ত জনজাতীয় ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হবে। শুধু তা-ই নয়, ভিলেজ কমিটিগুলি গণতান্ত্রিকভাবে গঠন করা হবে। তাঁর কথায়, জনজাতি কাস্টমারি ল সংকলন এবং উপযোগের ব্যবস্থা করা প্রাধান্য পাবে। জনজাতিদের ভাষা উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি জনজাতি এলাকায় জোন ভিত্তিক একটি করে আবাসিক সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, খুমুলুংকে একটি আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই শহরে তৈরি হবে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র, আধুনিক হাসপাতাল এবং বাজার। পরিণত হবে এমন এক ভ্রমণ কেন্দ্র যেখানে দেশ বিদেশের পর্যটকরা ত্রিপুরার সংস্কৃতি জানতে, বুঝতে ও দেখতে আসবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, খুমুলুঙের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনায় বনজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর ফলে জনজাতিদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটবে।

তিনি বলেন, ধলাইতে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। অবৈধভাবে হস্তান্তরিত জনজাতিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। জেলা পরিষদের গ্রামীণ বাজারগুলিকে শহরে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে ভোট বিভাজন হলেও বিজেপি-র ভোট অক্ষত রয়েছে ঃ জিষ্ণু

আগরতলা, ২৭ মার্চ (হি.স.)।। এডিসি নির্বাচনে ভোট বিভাজিত হলেও, মোটেও চিন্তিত নয় বিজেপি। দলের নির্বাচন প্রভারি উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার কথায়, আমাদের ভোট অক্ষত রয়েছে। চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর কথায়, সিপিএম বহুরূপে নির্বাচনি লড়াইয়ে নেমেছে। কারণ, তারা উন্নয়নের পরিপন্থী। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় এডিসি-র ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। মাঝে একটি আঞ্চলিক দল এডিসি-র ক্ষমতা দখল করেছিল। সিপিএম সেখানেও ষড়যন্ত্র করে বিভাজিত করেছে। ফলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কাউন্সিল ভেঙে গিয়েছিল।

তাঁর কথায়, সিপিএম জনজাতিদের উন্নয়ন আটকাতে চায়। তাই তাঁরা সাম্প্রদায়িক কথা বলেন। এদিন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, কয়েকজন দল-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে লড়ার অধিকার সকলের রয়েছে। তাঁদের কারা সাহায্য করছেন সে-বিষয়ে বিজেপি-র কোনও আগ্রহ নেই।

এ-বছর এডিসি নির্বাচনে বিজেপি-আইপিএফটি ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে সিপিএম, কংগ্রেস, আইএনপিটি, তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি এবং বড় মাত্রায় নির্দল প্রার্থী। জিষ্ণু দেববর্মা কটাক্ষের সুরে বলেন, তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি তিপ্রা-র সাথে মিশে গেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ নির্বাচনে তিপ্রা-র কোনও অস্তিত্ব নেই। বরং তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি চিহ্ন নিয়েও তাঁরা সকলে নির্বাচনে লড়াই করবে। তাঁদের রাজনৈতিক অপরিপক্কতার পরিচয় বলে বিদ্রুপ করেন তিনি।

তাঁর কথায়, এডিসি নির্বাচনে ভোট বিভাজন হবেই। তবে, তাতে বিজেপি-র চিন্তিত হওয়ার কোনও অবকাশ নেই। কারণ, বিজেপি-র ভোট অক্ষত রয়েছে।

জিবি হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ভালো উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা পাওয়ার জন্য রোগীরা আসেন।

অনেক ক্ষেত্রেই রোগীরা আশানুরূপ পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ ।উদয়পুরের নজ নগরের গোকুলপুর এলাকার এক স্কুল ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অসুস্থ ছাত্রীটির নাম মোহন দাস। সে নবম শ্রেণীর ছাত্র ।জিবি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাওয়ার জন্য তার অভিভাবকরা তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

কিন্তু জিবি হাসপাতাল এর একাংশ চিকিৎসাকর্মীদের গাফিলতিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনরা। অসুস্থ ছাত্রটিকে যে স্যালাইন লাগানো হয় সেটি দিয়ে শরীরে স্যালাইন যাওয়ার বদলে শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুনবাজারে দূর্ঘটনায় নিহত চার বিজেপি কর্মীর শেষকৃত্যে অংশ নিলেন সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। গতকাল অমরপুর নতুনবাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক যান দুর্ঘটনায় দলের ৪ জন কার্যকর্তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ অমরপুরে বিধায়ক রঞ্জিত দাসকে সঙ্গে নিয়ে তাদের অন্তষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন ও তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সাংসদ প্রতীমা।

এদিকে, দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছে প্রতীমা ভৌমিক। তিনি এদিন অমরপুর হাসপাতালে এবং গোমতী জেলা হাসপাতালে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন দলীয় কর্মী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজ খবর নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গতকাল নতুনবাজারে এক দূর্ঘটনা চারজন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও প্রায় এগার জন।

ভারতে ৬২ হাজারের ঊর্ধে দৈনিক সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। গত কয়েকদিন ধরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে ভারতে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুও। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল শনিবারও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২, ২৫৮ জন। গত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২৯১। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৪.৫২-লক্ষের (৩.৮০) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, শুক্রবার সারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখে আরও এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। এডিসি ভোটের প্রাকমুহুর্তে ঋষ্যমুখ ব্লকের ফাড়ি থানার অধীনে, নলুয়ার বরোজ কলোনি সুইস গেটের নীচে শুক্রবার এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর , শনিবার দুপুরে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর এডিসি ভিলেজের গাবুরছড়া এলাকার ধনকুমার পাড়ার হটিকালচারের পুকুর সংলগ্ন একটি স্থান থেকে আরো এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ময় করলো পুলিশ।

ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন। মৃত যুবকের নাম রাজু চাকমা। বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি রতনপুর এডিসি ভিলেজের বৃন্দামা টিলা এলাকায়। খবর পেয়ে সাথে সাথে দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রনধীর দেববর্মা, বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন ,মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা, সহ টিএসআর ও ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খবর দেওয়া হয় ফরেনসিক টিম ও ডগ স্কোয়াড।

মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও এলাকা বাসী সহ পরিবারের অভিযোগ রাজু চাকমাকে খুন করা হয়েছে ।নাকে ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। জানা যায় , আজ ভোরে বাড়ি থেকে বের হয় রাজু চাকমা। এরপর কোন হদিস পায়নি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখে বিষ ঢেলে গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। বলপূর্বক বিষ পান করিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা। স্বামী ননদ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় মামলা করলো গৃহবধূ শিখা রানী দাস । ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২৪ বছর পূর্বে বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা কইয়াডেপা এলাকার মৃত মোহন দাসেৰ ছেলে হরি লাল দাসের সাথে সামাজিকভাবে বিবাহ হয় আগরতলা পশ্চিম প্রতাপগড় এলাকার শিখা রানী দাসের।

বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে সামান্য বাকবিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। যদিও দুই পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু স্বামী হরিলাল দাসের বোন মোহন বাঁশি দাস এবং প্রমিলা দাস সেই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চালাত এবং বারবার আখ্যা দিত তাদের পছন্দ হয়নি। কিন্তু এরূপ করতে করতে তাদের মধ্যে দুটি ছেলে সন্তান এবং দুইটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। বর্তমানে একটি কন্যা সন্তান বিবাহ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু সুখ ফিরে আসেনি সেই গৃহবধূর।

কারণে-অকারণে গৃহবধূর ওপর অত্যাচার করত হরি লাল দাস। কখনো মদমও অবস্থায়, আবার কখনো তার দুই বোনের কথা শুনে সেই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চালাত। গত ৮ ই মার্চ নিজ বাড়িতে কইয়াডেপা এলাকায় ঘরের মধ্যে বলপূর্বক বুকে চাপা দিয়ে সেই গৃহবধূর মুখে বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ ডেলে দেয় বলে অভিযোগ। যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখেৰ ভিতরে বিষ যায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে গলাচিপ দিয়ে আটকে রাখে। পরবর্তী সময়ে সেই গৃহবধূ অজ্ঞান হয়ে যায়। এলাকার জনগণ প্রথমে তাকে মধুপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, পরবর্তী সময়ে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় জিবিপিতে রেফার করা হয় ।দীর্ঘ সাত দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ২৮ মার্চ রবিবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই সোমবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

শহীদ সিআরপিএফ জওয়ানের মৃতদেহ এল রাজ্যে বিমান বন্দরে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ২৭ মার্চ।। শহীদ সিআরপিএফ জওয়ান মঙ্গরাম দেববর্মার মরদেহ আজ আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। এমবিবি বিমান বন্দরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ সিআরপিএফ-এর পদস্থ আধিকারিকরা। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ তৈদু স্থিত দক্ষিণ সমতল পাড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। জওয়ানের মরদেহ ত্রিপুরায় পৌছাতেই শোকের ছায়া আরও গভীর হয়েছে।

এদিন সিআরপিএফ-এর আইজি বলেন, সাব-ইন্সপেক্টর মঙ্গরাম দেববর্মার শহীদ হওয়ার ঘটনায় সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, মঙ্গরাম দেববর্মা ৭৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রীনগরের লওয়াইপোরায় সিআরপিএফ জওয়ানদের একটি টহলদার দলকে হঠাৎ আক্রমণ করে জঙ্গিরা। তাদের বাধা দেওয়ার আগেই গুলিতে গুরুতর জখম হন জওয়ানরা। জওয়ানরা জাতীয় সড়কে চেকিং করছিলেন। তখনই জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান তিন জওয়ান। ওই ঘটনায় দুই জওয়ান শহীদ হন। তিনি জানান, ওই ঘটনার সাথে যুক্ত জঙ্গী সহযোগী-দের ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। জঙ্গি-দের খুঁজে বের করা হবে।

আজ শহীদ জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মাতৃভূমি এবং আমাদের রক্ষায় জীবন বলিদান দিয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ান মঙ্গরাম দেববর্মা। তাঁকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। তিনি বলেন, মৃত্যু বরাবরই দুঃখ বয়ে আনে। কিন্ত, মঙ্গরাম দেববর্মার বীরগতি প্রাপ্তি আমাদের গর্বিত করেছে। আমাদের রাজ্যের বীর সন্তান দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর অকৃত্তিম অবদান রাজ্য এবং গোটা দেশের কাছে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। সাথে তিনি যোগ করেন, শহীদ মঙ্গরাম স্ত্রীও একজন বীর যোদ্ধা। কারণ, তিনি সংসার ও সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং স্বামীকে সর্বদা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৬৬ ▫ ২৮ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ১৪ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

হোলি উৎসব

হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম কারণ দোল উৎসব ও হোলি উৎসব। হোলি উৎসবে অনাবিল আনন্দে মাতিয়া উঠিবে সর্বস্তরের মানুষ জন। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে হোলি উৎসব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোকিলের কুহু কুহু রব জানান দেয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণময় হইয়া উঠে বসন্তকাল। ঋতুরাজ বসন্তের আগমন মানব জীবনে বর্ণময় অধ্যায়ের সূচনা করে। দীর্ঘ একটি বছর মানুষ অপেক্ষা করিয়া থাকেন ঋতুরাজ বসন্তের আগমন এর জন্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় ঋতুরাজ বসন্ত হাজির। রবিবার দুলপূর্নিমা মধ্য দিয়া ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তা বইয়া আসিবে। সোমবার সকাল হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাতিয়া উঠিবেন হোলির আনন্দ উল্লাসে। ধর্মীয় মতে বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বসন্তের আগমনে বাহারি রঙে রাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতেই মানবকুল বসন্তের আগমনে বসন্ত উৎসবে মাটিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছেন। হোলি উৎসবের আনন্দ উল্লাস কোন ধর্মীয় বা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ হোলি উৎসবের আনন্দে উল্লসিত হইয়া ওঠেন। অতীতের যাবতীয় মোহ কালিমা ঘুচাইয়া অনাবিল আনন্দে মাতিয়া ওঠাই হোলি উৎসবের মাহাত্ম্য। কিন্তু ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি হোলি উৎসবের আনন্দ উল্লাসে খানিকটা হইলেও বিঘ্ন ঘটাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। গতবছরও হোলি উৎসবের আনন্দ উল্লাস করিয়া দিয়াছিল ভয়ঙ্কর করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসেনি অবাধ মেলা-মেশা পরিবার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সাম্প্রতিকালে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আসিয়াছে। আমাদের রাজ্যেও করুণা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হইয়াছেন। একজনের জীবনহানি ঘটিয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক করিবার তাগিদে প্রশাসনের তরফ হইতে দুদিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। পুলিশ প্রশাসনকে পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হইবে তাহা নিয়া অবশ্য বিতর্ক রহিয়াছে। যাই হোক, ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে হোলি উৎসবে আনন্দ উল্লাস করিলেও আনন্দ উল্লাস যাহাতে অন্যের বিপদের কারণ হইয়া না দাঁড়ায় সেই জন্য সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা চলাই শ্রেয়া বলিয়া মনে হইতেছে। কেননা মানুষ বাচিয়া থাকিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইলে পরবর্তী বছরেও হোলির আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া ওঠা সম্ভব হইবে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে হোলির আনন্দ উল্লাস সকলের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বইয়ে নিয়া আসুক, এটাই প্রত্যাশা রইল।

কেশিয়াড়িতে উদ্ধার বিজেপি কর্মীর রক্তাক্ত দেহ, রিপোর্ট তলব কমিশনের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়িতে বিজেপি কর্মীর রহস্য-মৃত্যু। বাড়ির উঠোন থেকে উদ্ধার হল রক্তাক্ত দেহ। মৃতের ঘাড়ে ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কেশিয়াড়ির বেগমপুরের ঘটনা। বিজেপির অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে তৃণমূলের লোকেরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। ঘটনার রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত বিজেপি কর্মীর নাম মঙ্গল সোরেন। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকে বিজেপি সমর্থক মঙ্গল সোরেনকে পিটিয়ে মারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মৃতের মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত রয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলের সঙ্গে বচসা হয়। তারপরই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান। শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মঙ্গল। দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় থানায় খবর দেয় তাঁর পরিবার। এদিন সকালে মঙ্গল সোরেনের আত্মীয় জানান, দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই রাতভর না ফেরায় থানায় গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সকালে বাড়ির উঠোনেই তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তুমুল তরজা শুরু হয়েছে। মৃতের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। জেলা প্রশাসন থেকে রিপোর্ট পেয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এটি রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু নয়।

ভোটে গন্ডগোল পাকানোর দায়ে তৃণমূলকে দুষল বিজেপি

মেদিনীপুর , ২৭ মার্চ (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে অবাধ ভোটে বলপূর্বক বাধাদানে তৃণমূলকে দুষল বিজেপি। বিজেপি-র অভিযোগ, এগরা বিধানসভার অধিকাংশ সমস্ত বুথে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ মহিলারা বুথের ভেতরে মাস্ক এবং হাতশুদ্ধি দেওয়ার নাম করে তৃণমূলের প্রচার করে। মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বুথ ২০২ থেকে ২০৬, মোহনানন্দ স্কুলের ভেতরে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলার রকাইয়া খাতুন এবং তৃণমূল নেতা সেখ মোজাম্মেল হোসেন ভিতরে বসে থাকায় ভোটদাতারা চাপে পড়েন। প্রিসাইডিং অফিসার কোনও ব্যবস্থা নেননি। খড়্গাপুর গ্রামীন বিধানসভার রামনগর বুথে বোম মারার এবং পাশের বুথে টাকা বিলি করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে বিজেপি কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের পর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব হন কেশিয়াড়ির বিজেপি প্রার্থী সোনালি মুর্মু। শুক্রবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। থানায় ডায়রিও করা হয়েছিল। এরপর সকালে বাড়ির উঠোনেই দেহ মেলে। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। খবর পেয়ে রিপোর্ট তলব করে নির্বাচন কমিশন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : শনিবার ভোটের অনিয়ম নিয়ে নির্বাচনে কমিশনে অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, ভোটদাতাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। শালবনিতে আক্রান্ত হয়েছেন জোট প্রার্থী। প্রদীপবাবুর দাবি, এত বাহিনী আসছে। কি করছে তারা ? শান্তিপুর্ণ ভোট তাহলে গল্পকথা। বিডিও বা এসডিও অফিসে নয়। যেতে হবে অকুস্থলে। টেলিফোনে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। সাধারন মানুষ ভোট দিতে চান। তবে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের নাম বলেননি প্রদীপবাবু। ভোটের দিনে ঝাড়গ্রামের রাধানগর অঞ্চলে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া ঝান্ডা লাগিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিজেপির গাড়ি। এই অভিযোগ করেছেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিরবাহা হাঁসদার। অন্যদিকে, রামনগরেরে ৪৪ নম্বর বুথে বোমা মারার অভিযোগ করল বিজেপি। পাশাপাশি, ৪৫ নম্বর বুথেও টাকা বিলির অভিযোগও করেছে তারা। এদিন ভোট শুরু হতেই ইভিএম বিভ্রাট। বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএমে যান্ত্রিক গোলযোগ। কোথাও বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ। শালবনির ১৭৯ নং বুথে ইভিএম, ভিভিপ্যাট খারাপ হওয়ায় সাময়িক বন্ধ থাকে ভোট। চন্দ্রকোণার বেশ কয়েকটি বুথে বিভ্রাট হয়।

বিজেপির গুন্ডারাজের কোনও সীমা নেই , প্রতিক্রিয়া নুসরত জাহানের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী তথা তারকা সাংসদ নুসরত জাহান। একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, 'বিজেপির নির্লজ্জ গুন্ডারাজের কোনও সীমা নেই। বাংলার ভোটাররা যাতে ভোট না দিতে পারে তার জন্য এই গুন্ডারা ভয় দেখাচ্ছে এবং মানুষকে আটকাচ্ছে। বাংলার মানুষের কণ্ঠ কখনও রোধ করা যাবে না। তারা এই বহিরাগতদের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। তাই ভয় পাচ্ছে ওরা।' প্রথম দফার ভোটেই অশান্ত রাজ্য। পাঁচ জেলার ৩০ আসনে ভোট গ্রহণ চলছে এদিন। তার মধ্যেই বেশ কিছু এলাকা অশান্ত হয়ে উঠল। শাসক দল তৃণমূল ও বিজেপির দুইয়ের বিরুদ্ধেই হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।

রাম কেন মর্যাদা-পুরুষ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

রামচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত বংশের মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করেছেন কি না, সেটা সাধ্বীশিরোমণি সীতার প্রশ্ন ছিল কালিদাসের 'রঘুবংশ'-য় ব্যাপারটা যদি একান্ত কাব্যিক প্রচার বলে মনে করেন আপনারা, তাহলে মনে রাখবেন—রামায়ণের ক্রৌঞ্চবিরহী কবিও কিন্তু তাঁর আপন সৃষ্ট নায়কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তথাকতিতভাবে কলঙ্কিনী সীতাকে তাঁর আপন তপোভূমিতে আশ্রয় দিয়ে এবং সীতা যখন সুখপ্রসবা হয়ে দুই পুত্রের জননী হলেন, তখন সেই পুত্রদের পূর্ণশিক্ষার ভার বাল্মীকি নিজে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই পুত্রজন্মের খবর থেকে আরম্ভ করে তাদের বড় হয়ে ওঠার কোনও সুখ-সন্দেশ তিনি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকে পাঠাননি। ঘটনাপ্রবাহে লব-কুশের রামায়ণ গীতা শউনে রামচন্দ্র যখন সীতাকে ঘরে তুলতে চেয়েও ব্রাহ্মণ্যভাবি মধ্যযুগীয় স্মার্ত বানুনের মতো শুদ্ধিবাতিকের জায়গাটা প্রকট করে তুললেন—তখন আদিকবি কিন্তু বিখ্যাত রাম রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটিয়ে।

আমরা অবশ্যই মনে করি, রামচন্দ্রে চরিত্র এই সীতা-পরিত্যাগের কাহিনির সঙ্গে সমঞ্জস নয়। আর, মনুষ্যলীলায় যদি বা এমনটা করেও থাকেন সমাজোচিত অকর্তব্য হিসাবে, তার জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন যথেষ্ট। কালিদাসের মতো মহাকবির লেখনীতে তো বটেই, তিনি আরও নাটকীয় কৌশলের সমালোচিত হয়েছেন নাট্যকার ভবভূতির কলমে। আমরা এই সমালোচনার বিস্তারে যাচ্ছি না। কেননা, পণ্ডিতরা বহুলভাবে স্বীকার করেছেন যে ভৃগু আঙ্গীরস গোত্রের ব্রাহ্মণরাই রামায়ড়ের উত্তর কাণ্ড-র ব্রাহ্মণায়ণ ঘটিয়েছেন এমনভাবেই যে এই সীতা পরিত্যাগের মতো সামাজিক শুদ্ধিবাতিককে প্রশ্রয় দিয়েছেন রামচন্দ্র। আর একটি ঘটনায় সূত্র-শম্বুক ব্রাহ্মণদের মতো তপস্যা করছিলেন বলে তাঁর গলা কেটে নিয়ে রামচন্দ্র রাজা হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলেন। বর্ণাশ্রমধর্মের সঠিক রক্ষক বলেই রামচন্দ্র কিন্তু বড় রাজা বাস্তবে প্রজার সুখে সুখী হয়ে আপন সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা এবং ব্রাহ্মণ প্রজাদের কথা শুনে তপস্যারত অবস্থায় শূদ্র-সম্বুককে বধ করে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কিছু এমন নেই, যাতে রাম-রাজ্যের বিশেষত্ব প্রমাণ হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এই দুটো কঠিন এবং বিতর্কিত ঘটনার উপরেই কিন্তু রাম রাজ্যের মিথ তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং সেটাও ব্রাহ্মাণরাই তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং সেটাও ব্রাহ্মণরাই তৈরি করে দিয়েছেন। যদিও এই মিথ হওয়ার পরে আর কেউ ভাল করে বিচার বিশ্লেষণও করে দেখেননি যে এই বহুশ্রুত রাম-রাজ্যের ইতিহাস রামচন্দ্রে কোন প্রশাসনিক দক্ষতার উপর দাঁড়িয়ে আছে, অথবা সেসব দক্ষতার দৃষ্টান্তই বা কী? কিন্তু মিথটা যখন তৈরি হয়েই গেল, তখন কেউ আর তাঁর প্রশাসনিক গল্পগুলো একেবারের তরেও বললেন না। বলার জায়গায় রইল শুধু তাঁর ত্যাগের কাহিনিগুলো এবং রাবণ-বধ। তাতে মিথ আর্দর্শে পরিণত হল—রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

আমার বক্তব্য অন্য জায়গায়। আমি বলতে চাই, রাম-চরিত্রের মাহাত্ম-রচনার সমস্ত উপাদান বস্তুত রাম-রাজ্য ছাড়া রাম-চরিত্রের আর সব জায়গাতেই আছে এবং সেই জায়গাতেই তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম। যেসব মূর্খ আজকাল এই মর্যাদা পুরুষোত্তম বলে রাজনৈতিক রাম মাহাত্ম্য প্রচার করছেন, তারা মর্যাদা শব্দটার অর্থ তো জানেনই না, পুরুষোত্তম তো দূরের কথা। প্রথমত বলি, রামচন্দ্রকে কেউ পুরুষোত্তম সম্বোধন করেন না পুরুষোত্তম হল ভগবান বিষ্ণুর অভিধান, সেই সূত্রে কৃষ্ণ ও পুরুষোত্তম যেমন লোকবাদ— পুরষের মধ্যে পুরুষ হলেন বিষ্ণু-নদীষু গঙ্গা পুরুষেষু

বিষ্ণুঃ। আর যেমনটি ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনের মুখে কৃষ্ণের প্রতি বম্বোধন—হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে চাই—দ্রষ্টুমিচ্ছামি তো রূপমৈশয়ং পুরুষোত্তম। সবচেয়ে বড়কথাটা হলেছেন কবি কালিদাস---খুব 'ক্যাজুয়ালি'— যেমনটা একমাত্র ভগবান হরিকেই পুরুষোত্তম বলা হয়--- হরির্যথেকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃত। শ্রীহরি অবশ্যই বিষ্ণু।

প্রসঙ্গত জানাই , 'ওম্ বিষ্ণুর্নারায়ণ রহি' -কে পুরুষোত্তম বলা হয় বলেই ভগবান রামচন্দ্রকে পুরুষোত্তম বলা যাবে না, অথবা কেউ না বললেও আমরা বলতে পারব না---এমন কিন্তু নয়। তাছাড়া, রামচন্দ্রের মধ্য শহত সহস্র লক্ষণ আছে, তাতে তাঁকে পুরুষোত্তম বলা যায়। তবুও তাঁকে এই শব্দে ডাকা হয় না, সজ্জন ভাবুকদের সপরস্পরাই তাই। তাঁরা তাই পুরুষোত্তমের অবতার বিশিষ্টতা বুঝে দু'টি প্রকার নির্দেশ করে বলেছেন—রামচন্দ্র হলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণ হলেন লীলা পুরুষোত্তম। লীলার ক্ষেত্রে কোনও বাঁধন থাকে না। মনুষ্যরূপে এই পৃথিবীতে এসে কৃ, ণ যা কিছুই করেছেন তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন চরমতা আছে, যা মানুষের অনুকরণযোগ্য নয় সেসব লালারস আস্বাদন আমাদের কাছে দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য, কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের আচরণীয় নয়, জীবনের ক্রিয়াকর্ম ব্যবহারও মানুষের আচরণীয় নয়—নৈতৎ সমাচরেজ্ জাতু মনসাপি হ্যনীশ্রঃ এজন্যই কৃষ্ণ লীলাপুরুষ।

অন্যদিকে দেখুন রামচন্দ্রও কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর অবতার,তিনিও মানুষী লীলা করছেন, কিন্তু সেই লীলার মধ্যে কোনও মনুষ্য ব্যবহারের অতিক্রম নেই, নেই চিরাচরিত দর্মের ব্যতিক্রম, যা কৃষ্ণের ক্ষেত্রে আছে--- ধর্মব্যতিক্রেমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। অথচ কৃষ্ণের জীবনাচরণের বিপ্রতীপে রামচন্দ্রে ব্যবহার এবং জীবন সর্বক্ষেত্র আদর্শ।

ঠিক এইখানেই 'মর্যাদা শব্দটি তাৎপর্য। রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষয মর্যদা মানে কিন্তু এখানে এসব নয়। মর্যাদা মানে সীমা। সীমা অতিক্রম না করাইটাই মর্যাদা অতিক্রম না করা। রামচন্দ্র কীভাবে এই মর্যাদা অতিক্রম করছেন না, সেটার ব্যাখ্যা করতে হলে আগে কৈকেয়ীর কথা শুনতে হবে।

দশরথ কৈকেয়ীর দু'টি বর দেবেন বলে পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। পরে কৈকেয়ী যখন সেই বরে রামের বনবাস আর ভরতের রাজ্যভিষেক যাচনা করলেন, তখন দশরত সেই বর দিতে অস্বীকার করলে তাঁর সত্যভঙ্গের প্রসঙ্গেই কৈকেয়ী মর্যাদা-র কথা উচ্চারণ করেন। কৈকেয়ী বলেন, বিশাল বিস্তীর্ণ সাগর ইচ্ছা করলেই তার বেলাবুমির সীমা অতিক্রম করতে পারে, বিশেষত চন্দ্রোদারস্তে সমুদ্রে যে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস তৈরি হয়, তাতে সমুদ্র ইচ্ছা করলেই তটভূমি অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু এই যে তটসামা অতিক্রম করে না—সেখানে নাকি সমুদ্রে প্রতিজ্ঞা আয়ে যে মর্যাদা অতিক্রম করবে না, অর্থাৎ সীমা অতিক্রম করবে না—

সরিতাংতু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ। সত্যানুরোধৎ সময়ে বেলা স্বাং নাতিবর্ততে।

এখন জিজ্ঞাস্য—রামচন্দ্রে ক্ষেত্রে কীভাবে এই মর্যদা শব্দের তাৎপযটি প্রযোজ্য হয়। এখানে মর্যাদা মানে সংযম কন্ট্রোল। সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে মন এবং বুদ্ধির সংযম সীমা যিনি বুঝতে পারেন, তিনি মর্যাদা পুরুষ। আর মর্যাদা পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন রামচন্দ্র। ধর্মের নিয়ম এতটুকুও যিনি অতিক্রম করেন না, অথচ সমস্ত ক্ষেত্রেই সেই অতিক্রম করার ক্ষমতা তাঁর ছিল--- এই সামাটাই রামচন্দ্রকে জাবনের সর্বক্ষেত্র আদর্শ পুরুষ করে তুলেছেন বলেই রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম। পিতা দশরথের যাতে সত্যভঙ্গ না হয়, সেজন্য তিনি চোদ্দো বছর বনবাস যেচে নিয়েছেন—এখানে তিনি আর্দশ পুত্র। বন্ধু সুগ্রীব বানরের জন্য তিনি অন্যায়ভাবে বালীকে বধ করেছেন, বন্ধুত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ। তিনি আর্দশ ভাই—এটা অনালোচ্য বিষয়---লক্ষ্মণ ভাই কথাটা প্রাবাদিক। তিনি আর্দশ বীর—রাবণের মতো ত্রিভূবনবিজয়ী বীরের হন্তা তিনি। তিনি আর্দশ স্বামী—নিতন সীতাকে নির্বাসনই দিন, অথবা অগ্নিপরীক্ষার অপমানই করুন, তিনি সেই বহুবিবাহের স্বচ্ছন্দতার মধ্যেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি---তিনি একপত্নীব্রত। আবার তৎকালীন দিনের রাজতান্ত্রিক নীতি ভাবনায় যেখানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্যন্ত বলে যে প্রজাসুখেই রাজার সুখ প্রজার হিতেই রাজার হিত—সেখানে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত তিনি নির্বাসন দিচ্ছেন প্রজাদের কাছে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য—এদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি আদর্শ রাজাও বটে। এইভাবেই রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'দোল' বদল

নবকুমার বসু

তখনও 'হোলি' শব্দটা ভাল লাগত না। আমরা জানতাম 'দোল', আর 'রংখেলা' অর্থাৎ রঙের খেলা। আর সেই অনুষঙ্গে দোল পূর্ণিমার সন্ধেয় পূর্ব আকাশে যখন চাঁদ উঠত সোনার থালা হয়ে, তখন মায়ের 'ফাল্গুনী' (সংগীত শিক্ষায়তন)-তে অনেকে একসঙ্গে বসে রবীন্দ্রনাথের একের পর এক বসন্তের গান হত.... কখনও সমবেত, কখনও একক। কতদিন ধরে জেনে এসেছিলাম সেটাই আমাদের দোল। তারপর কবে থেকে আবার মনে হয়েছিল দোলেরই আর এক নাম 'বসন্তোৎসর্ব। তখন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়েছে। আজও মনে পড়ছে, সেই সাতের দশকের মাঝামাঝিতেও শান্তিনিকেতনের হাতছানি ছিল যেন এক সুদূর, শুনশান, কল্পরাজ্যের আহ্বানের মতো। তখনও শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস চালু হয়নি। আমরা নৈহাটি থেকে ব্যান্ডেলে গিয়ে হাওড়া-বারাউনি প্যাসেঞ্জার ধরে বোলপুর যেতাম। বোলপুর নামের মধ্যেই কী মাদকতা। তারপর বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতন। ভুবনডাঙা পার হয়ে গেলেই সে এক অন্য জগৎ। গাড়ি ঘোড়াহীন,, ফাঁকা, খোলামেলা রাস্তাঘাট। মেলার মাঠ ধু ধু ফাঁকা পড়ে আছে সেই পৌষমেলার পর থেকে। বাঁদিকে খোলা ফটক, গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা আশ্রম। গাছে গাছে নতুন পাতা আসসছে। কোকিল ডাকছে । কী একটা বাইরের ছাপ। টিকি বাঁধা আছে ষষ্ঠ ঋতুর দেশে। আবহাওয়ার টানাপোড়েনে আর কাজের চাপে মাঝেমধ্যে ভুলে যাই বটে, 'এ কোন কাল রাতের চেয়েও অন্ধকার।' 'হোলি' হয়ে যেতেই কোথায় যেন তাল কাটতে শুরু করেছিল। দোলের আগের দিন ন্যাড়াপোড়া। সে-ও তো কম রঙ আর মজার নয়। আর, বাড়িতে যদি প্রচ্ছন্নভাবেও যাবতীয় মজাদার ব্যাপারে বাবা-মায়ের সমর্থন থাকে, তাহলে আর আমাদের পায় কে। দুনিয়ার যত কাঠকুটো, শুকনো পাতা আর

উৎসাহে হ ডাহ করা হয়েছে উঠোনের মাঝাখানে। সন্ধেবেলা আগুন ধরানো হবে। কে আর পুরাণের গল্প, অপদেবতার নিধনের কাহিনি মনে রেখেছে। আমরা জানি, বসন্তকালে হাওয়া বদলের ময় অসুখবিসুখের সিজন। বাড়ির আনাচকানাচে যত জঞ্জাল ঝাঁটার থেকে বেঁচে গিয়েছে, সব পুড়িয়ে দাও। তারই তো আর এক নাম, অগ্নিতে আহুতি দিয়ে শুদ্ধ হয়ে ওঠা। পরের দিন সকাল থেকেই আবির দিয়ে শুরু, তারপর গোলা রং পিচকিরি, বেলুন কাটা -আলুতে উল্টো করে 'গাধা' লিখে পাড়ার বন্ধুর পিঠে ছাপ.....পুরনো জামাকাপড় বেরবে ট্রাঙ্ক থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ মেখে। শুধু একটু মনখারাপ হয়, ন্যাড়াপোড়ার পরে 'কালকূট' চলে যান ঘোষপাড়ায় মেলায় দোল উৎসবে শামিল হতে। আমাদের তো সঙ্গে নেয়া না! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অব্য দেখি লোকটা বাড়িতে ফিরে এসেছে...ব্যস, বাড়ির উঠোন থেকেই দোলের মাতামাতি শুরু। তারপর বেলা বাড়তেই দলে দলে লোকের আনাগোনা। নৈহাটির বাড়িতে রঙের মোচ্ছব কামিনীতলা থেকে বাইরের ঘর, বারান্দা, পিছনে পাতকুয়োতলা পর্যন্ত। দুপুরে সাবান ঘষে চান করাও এক পর্ব। তারপর এক নিবিড় বিশ্রাম মধ্যাহ্নভোজনের পর কিংবা চাঁদনি রাতে আরেকবার মশগুল হওয়ার প্রস্তুতি। ঘরভর্তি মায়ের ছাত্রছত্রীদের সঙ্গেই আমরাও, আর পাড়াতুতোরা গাইছে—'আজি খুলিও হৃদয়দল খুলিও....'।

জীবনে ঘাট পাল্টানোর সময় এসে গেল দিনে দিনে। আসবেই। প্রকৃতিরই নিয়ম পরিবর্তন। ঠিকানার বদলে একদিন প্রবাসীর ছাপ্পাও পড়ে গেল। কিন্তু তো বাইরের ছাপ। টিকি বাঁধা আছে ষষ্ঠ ঋতুর দেশে। আবহাওয়ার টানাপোড়েন আর কাজের চাপে মাঝেমধ্যে ভুলে যাই বটে 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার'। তাই বলে হঠাৎ একদিন ভোররাতের পাকির কুজন কি ভুল করতে পারি! বিলক্ষণ টের পেয়ে যাই, 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। হোক প্রবা, হোক অন্ধকার, ফুল ফুটক না ফুটুক আজ বসন্ত। তারপর দেখি সত্যি ফুলও ফুটতে শুরু করেছে--- ড্যাফোডিল, ম্যাগনোলিয়া, কল্পনার চোখে দেখি অন্য আরেক ভোর..... মোলায়েম আলোয় একটু হাওয়ার শিরশিরানি তখনও। ন্যাড়া গাছের ঊর্ধ্ব শাখায় শিমুল-পলাশ। ছাতিম আর শাল ফুলের মিষ্টি গন্ধ। দোল এসে গিয়েছে। গুনগুনোচ্ছি, 'দক্ষিণ-হাওয়া জাগো জাগো'। মন একটু ভার হয়ে ওঠে... কোথায় কতদিন আগে সব ফেলে এসেছি! আর এ কোন বিজন বিভুঁই? নাহ্, সচেতন হই দ্রুত... সত্যি কি ফেলে এসেছি দোল, সেসই বসন্তোৎসব? দেশেও তো আর আমাদের সেই দোল নেই! পাড়ার পুজোর বিকল্প যেমন আবানের পুজো, এখন দোলও হয়ে গিয়েছে আবাসনের ধামাকা। নেহাত প্রাণের টানের ইদানীং শামিল হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি মাঝে মাঝে। না-হয় 'হোলি'-ই বলা হোক, তবু সেই তো আমাদের দোল, রংখেলা। কিন্তু তা নয়.... আদপেই এ এক নতুন কালচার। আবাসসনের বাগানে সেজেগুজে, রঙিন হয়ে ফোটো সেশনের আদিখ্যেতা। সঙ্গে ছম্মকছুল্লু বাজানার সঙ্গে মাজায় দোলা নাচ। মানে মানে সরে এসে নিজেকেই 'সিনিক' বলেছি।

আর গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব? ২০০৭-এর পরে আর যাইনি। হ্যাঁ, প্রকৃতি আছে অর্থাৎ তখনও ছিল। গাছে গাছে ফুল, আমের মঞ্জরীর সুবাসও হয়তো ছিল। আর ছিল লক্ষ লক্ষ মত্ত বাঙালির ততোধিক উন্মত্ত উন্মাদনা যাঁরা সাংস্কৃতিক আনন্দ উপভোগ করতে প্রকৃতির কোলে সেদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। অংশগ্রহণ করছিলেন নৃত্য-গীতেও । ধুলো উড়ে উড়ে হলুদ আর গেরুয়া হয়ে গিয়েছিল আম্রকুঞ্জ ছাতিমতলা, সংগীতভবন আর শ্রীসসদনের সব গাছের পাতা। মানুষের বিড়ে গরমে, ধুলোয় জ্ঞান হারিয়েছিলেন কিছু আশ্রমিক। সেসদিন পালিয়ে বেঁচেছিলাম। আমার এই প্রবাসেসস দোলের দিন বড় নিবিড় নির্জন। শসান্ত সবুজ ধরণীকে এবার সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ফুলের পসরা। নীড় গোছাতে ব্যস্ত বিহঙ্গকুল। করোনাকে কেয়ার করেনি তারা, বরং একটু দূষণ কমার সম্ভাবনায় বোধহয় বেশি আত্মবিশ্বাসসী এবার। জানালার কাছেই বে বসে ডাকাডাকি করে প্রায়ই। বোধহয় পাখিরাই গায়... 'স্থলে-জলে বনতলে লাগল যে দোল'.... আমি স্বপ্ন দেখতে থাকি। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লাফিয়ে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে সংক্রামিত ৮১২ জন

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): লাফিয়ে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৮১২। মৃত্যু হল ২ জনের। গোটা দেশের সঙ্গে বাংলাতেও ভোটের বাজারে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। শুক্রবার এই সংখা ছিল ৬৪৬। শুক্রবারের সঙ্গে তুলনা করলে শনিবার আরও ১৬৬ জন করোনা আক্রান্ত হলেন রাজ্যে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪৩৩ জন। এদিন স্বাস্থ্যদফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার কবলে পড়েছেন ৮১২ জন। যার মধ্যে শহর কলকাতায় একদিকে আক্রান্ত ২৯৪ জন। যে সংখ্যাটা গত মাসেও দৈনিক একশোর মধ্যেই ছিল। সংক্রমণের নিরিখে প্রত্যাশিতভাবেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। একদিনে সেখানে ১৮০ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। হাওড়ায় একদিনে আক্রান্ত ৬৫ জন। এদিকে, পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে কোভিড আক্রান্ত বাড়ছে দার্জিলিংয়েও। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ১৫ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে এই ভাইরাস। ফলে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হল ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৩৯ জন।

গত কয়েকদিনের মতোই উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের একলাফে অনেকখানি বাড়ল রাজ্যের অ্যাকটিভ কেসও। বর্তমানে করোনায় চিকিৎসাধীন ৪ হাজার ৬০৮। একইসঙ্গে এই ভাইরাস এখনও কেড়ে চলেছে মানুষের প্রাণও। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনার বলি দু'জন। কলকাতা মৃত্যুশূন্য হলেও প্রাণ হারিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার দু'জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১০ হাজার ৩২২ জনের মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯-এ।

তবে করোনা ভাইরাস সঙ্গে লড়াইয়ে ভরসা জোগাচ্ছেন কোভিডজয়ীরাই। গত ২৪ ঘণ্টাতেই রাজ্যে যেমন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৩৩ জন। এ নিয়ে মোট ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০৯ জন করোনাজয়ী। সুস্থতার হারও গতকালের তুলনায় কম। বর্তমানে ৯৭.৪৪ শতাংশ মানুষ মারণ ভাইরাস থেকে মুক্ত। দেশজুড়ে টিকাকরণের পাশাপাশি চলছে টেস্টিংও।

ব্যতিক্রমী নয় বাংলায়। স্বাস্থ্যদফতরের বুলেটিন বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা গতকালের তুলনায় বেড়েছে। একদিনে করোনা টেস্ট হয়েছে ২৪ হাজার ৪১৩ জনের।

রেলকে বাঁচাতে হলে তৃণমূলকে ভোট দিন : মমতা

খড়্গপুর, ২৭ মার্চ (হি. স.) : "রেলকে বাঁচাতে হলে তৃণমূলকে ভোট দিন। বিজেপিকে ভোট দিলে রেল বেচে দেবে।" শনিবার খড়্গাপুরের জনসভায় এই মন্তব্য করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেলের বেসরকারিকরণ নিয়েও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন মমতা। বললেন, রেলের বেসরকারিকরণ করছে। ক'জনের চাকরি থাকবে? রেল বেচে দিলে কী করবেন আপনারা? রেলমন্ত্রকের ধমকানি-চমকানি খাবেন? মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করলেন, "তৃণমূলের সভায় গেলে রেলকর্মীর বদলির হুমকি দিচ্ছে। রেলের জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেবে বলছে। এত সহজ নয়, মমতা আছেন।"

প্রসঙ্গত, যাত্রিবাহী ট্রেন বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক-প্রতিবাদ অব্যাহত। এদিন কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় দলকে পথে নেমে প্রতিবাদ করতে নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২০-র ৪ জুলাই দলের নেতাদের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তিনি। বেসরকারি-ট্রেন চালানোর জন্য বাংলার ১৫টি রুটকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে ফেয়ারলি প্লেস, শিয়ালদহ, মালদহ, হাওড়া, লিলুয়া, কাঁচড়াপাড়া সহ রেলের বিভিন্ন ডিভিশনাল অফিস এবং ওয়ার্কশপের সামনে পূর্ব রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের তরফে একাদিক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সব জায়গাতেই কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মোদীর বিরুদ্ধে মমতার বিধিভঙ্গের অভিযোগ খড়্গাপুরের সভায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : বিধিভঙ্গের দায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিসা-পাসপোর্ট বাতিলের দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এ নিয়ে তৃণমূল নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ২ দিনের সফরে বাংলাদেশে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি গিয়েছিলেন ওড়াকান্দি এলাকায়। সেখানে মতুয়া তীর্থমন্দির দর্শন করেন তিনি। আর সেই ঘটনার জেরেই এবার প্রধানমন্ত্রীর ভিসা বাতিলের দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার খড়গপুরের সভা থেকে তাঁর দাবি, "২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় এক বাংলাদেশী নায়ক তৃণমূলের মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। সেই ঘটনার জেরে বিজেপি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ভিসা বাতিল করে দিয়েছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আপনি ট্রাম্পের জন্য ভোট চাইতে যান। আপনার বেলা সব কিছুতে ছাড়?" এর পর বলেন, "যখন বাংলায় ভোট চলছে তখন তুমি বাংলাদেশ যাচ্ছ একশ্রেনীর মানুষের ভোট পাওয়ার জন্য। তোমার ভিসা কেন বাতিল হবে না? আমরা নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানাবো। যে দিন থেকে বাংলায় ভোট, সে দিনই পদ্মাপাড়ে কী করছেন মোদী?"

মমতার অভিযোগ, বাংলায় নির্বাচন চলাকালীন বাংলাদেশে গিয়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে কথা বলছেন মোদী। তা এই রাজ্যের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। এদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে সভায় উপস্থিত হন তৃণমূল নেত্রী। সভার প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। বলেন, "বাংলায় ভোট চলছে। আর বাংলাদেশে গিয়ে বাংলাকে নিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে কথা বলছেন। সেই সম্প্রদায়ের মানুষ ভোট দেবে। তাঁদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। এটা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ।" উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মতুয়াদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন মোদী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আগামী সপ্তাহে ব্যাঙ্ক খোলা শুধুমাত্র ২ দিন

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : আগামী সপ্তাহে ব্যাঙ্ক খোলা শুধুমাত্র ২ দিন। ৩০ মার্চ ও ৩ এপ্রিল। বাকি দিন গুলিতে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত এই সমস্যায় ভুগতে হবে সাধারণ মানুষকে। এটিএম পরিষেবা বিঘ্নিত হবে না বলে জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও এটিএম-এ টাকা থাকবে কিনা তা নিয়ে অনেকের সংশয় আছে। কারণ ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ থাকবে।সূত্রের খবর, ৫ এপ্রিল থেকে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক পরিষেবা পাবেন গ্রাহকরা। আজ চতুর্থ শনিবার ও আগামীকাল রবিবার নিয়ম মেনে ব্যাঙ্ক বন্ধ। ২৯ মার্চ হোলির জন্য এই রাজ্যে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ৩১ তারিখ অর্থবর্ষের শেষ দিন ও পয়লা এপ্রিল পরবর্তী অর্থবর্ষের প্রথম দিন হওয়ায় ব্যাঙ্ক খোলা থাকলেও গ্রাহকেরা কোনওরকম পরিষেবা পাবেন না। এটি অবশ্য প্রত্যেক বছরই ঘটে থাকে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

১ এপ্রিল থেকে খুলছে দিল্লি চিড়িয়াখানা, বাড়ছে টিকিটের দাম

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর রাজধানী দিল্লিতে খুলতে চলেছে চিড়িয়াখানা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) থেকে খুলে যাবে দিল্লি চিড়িয়াখানা। তবে, একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে টিকিটের দাম, আগে টিকিটের দাম ছিল ৪০ টাকা, সেই দাম ৪০ টাকা বাড়িয়ে ৮০ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে বুক করতে হবে টিকিট।

দিল্লির ন্যাশনাল জুওলজিক্যাল পার্কের ডিরেক্টর রমেশ পান্ডে জানিয়েছেন, '১ এপ্রিল থেকে খুলে দেওয়া হবে চিড়িয়াখানা। অনলাইনে বুক করতে হবে টিকিট। ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে টিকিটের দাম করা হয়েছে ৮০ টাকা।' তিনি আরও জানান, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা। তাই দিল্লির চিড়িয়াখানাও খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ভোটার পরিচয়পত্র না থাকলেও কী কী নথি দেখিয়ে নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১২৬ আসন বিশিষ্ট ২১-এর পঞ্চদশ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট পর্ব শুরু হয়েছে। শনিবার ২৭ মার্চ সকাল সাতটা থেকে ১২টি জেলার ৪৭টি কেন্দ্রে প্রথম দফার চলমান নির্বাচনে ৩৩,৫৩০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ৮১,০৯,৮১৫ জন ভোটার মোট ২৬৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবেন। ভোটদান পর্ব চলবে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত। এদিকে ইতিপূর্বে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, এবার ভোটারকার্ড না থাকলেও নাগরিকরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে এর পরিবর্তে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত আধিকারিকদের দেখাতে হবে অন্য প্রামাণিক পরুচয় পত্র। বলা হয়েছে, যদি কারোর ভোটার আইডি না থাকে তা-হলে আধারকার্ড, প্যানকার্ড অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট দেখিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে। এছাড়া যদি হাতে সাংসদ, বিধায়ক, কোনও পরিষদীয় সদস্য কর্তৃক সরকারি পরিচয়পত্র থেকে থাকে, তা-হলে তা-ও ভোটদানের জন্য যোগ্য হবে। এ-ও যদি না থাকে, তা-হলে এমজিএনরাগার কার্ড, নতুবা শ্রম মন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত হেলথ স্মার্ট কার্ড, ব্যাংক বা পোস্টঅফিসের ফটো সাঁটা পাসবুক, কেন্দ্র, রাজ্য, কর্পোরেট খণ্ড বা পাবলিক লিমিটেড সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয় পত্র, এনপিআর-এর অধীনে আরজিআই-এর স্মার্টকার্ড প্রদর্শন করলেও সংশ্লিষ্টকে ভোটদানের সুযোগ দেবেন প্রিসাইডিং অফিসার। প্রথম দফার নির্বাচনে শোণিতপুর, নগাঁও, গোলাঘাট, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, চড়াইদেও, লখিমপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া সহ ১২টি জেলার ৪৭টি আসনে চলছে ভোট পর্ব।

রবিবার মধ্যরাতে দেখা যাবে বছরের প্রথম সুপারমুন

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): আগামীকাল রবিববার দেখা যাবে রাতের আকাশে বছরের প্রথম সুপারমুন। রবিববার মধ্যরাতে আকাশে দেখা যাবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ বড় আকারের চাঁদ। ওই সময় পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসবে চাঁদ। ওই সময় পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী চাঁদ আর সূর্য থাকবে একে অন্যের ঠিক বিপরীতে। এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেনাসা । নাসার বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারতীয় সময় রবিবার রাত ১২টা ১৮ মিনিটে নিজের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে-করতে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে চলে আসবে চাঁদ। ফলে সেই চাঁদকে আমরা বেশ বড় আকারের দেখব। আমাদের চোখে তা হবে "সুপারমুন"। ওই সময়ে চাঁদ আর সূর্য থাকবে একে অন্যের বিপরীতে। প্রসঙ্গত এটিই এ বছরের প্রথম সুপারমুন । তবে এই নয় যে, ওই একদিনই চাঁদকে এমন বিশেষ আকারে দেখা সম্ভব হবে। প্রায় ৩ দিন ধরে এই সুপারমুন দৃশমান হবে রাতের আকাশে। নাসা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এ বছর একাধিক সুপারমুনের ঘটনা ঘটবে।

রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, এইমস-এ স্থানান্তরিত কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শনিবার দিল্লির রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতাল থেকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। শুক্রবার সকালে (২৬ মার্চ) বুকে অস্বস্তি বোধ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে যাওয়া হয় রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতালে, পর্যবেক্ষণের পর সেনা হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। রাষ্ট্রপতির রুটিন পরীক্ষাও করা হয়।

শনিবার সেনা (রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতাল) হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে। পরবর্তী চিকিৎসার জন্য এইমস-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। এর থেকে বেশি কিছু জানা যায়নি।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিজেপির কিষাণ মোর্চার মণ্ডল সভাপতি নিয়োজিত অমিত নাগ

নিলামবাজার (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিজেপির কিষাণ মোর্চার মণ্ডল সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন নিলামবাজারের বাসিন্দা অমিত নাগ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে করিমগঞ্জ জেলায় দলীয় কিষাণ মোর্চার সংগঠনকে চাঙ্গা করতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। সুব্রত ভট্টাচার্যের নির্দেশেই কিষাণ মোর্চার করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি রাজেশ দে দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের কিষাণ মোর্চার সভাপতি হিসেবে অমিত নাগকে নিয়োগ করেছেন বলে জানা গেছে। অমিত নাগ দলের অত্যন্ত পুরনো সক্রিয় কর্মী। তাঁর এই নিযুক্তিতে দক্ষিণ করিমগঞ্জে সংগঠন শক্তিশালী হবে বলে অনেকেই আশাবাদী। অমিত নাগের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কিষাণ মোর্চার প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা করিমগঞ্জ লোকসভা ভিত্তিক নির্বাচনি প্রভারি কালিচরণ সিং।

যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে ধন্য হলাম : মোদী

ঢাকা, ২৭ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশ সফরে গিয়ে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজার্চনা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মা কালীর মূর্তিতে হাতে তৈরী একটি "মুকুট"-ও প্রদান করেছেন মোদী। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মোদী। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মোদী টুইটারে লেখেন, 'যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে ধন্য হলাম'। বাংলাদেশ সফরের দ্বিতীয় দিন, শনিবার সকালে ঢাকা থেকে সাড়ে দশটা নাগাদ হেলিকপ্টারে সাতক্ষীরায় পৌঁছন মোদী।

যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোভিড ১৯ থেকে মানব জাতিকে মুক্তির জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেছি। মোদী বলেন, এখানে যখন মা কালী মেলা হয়, ভারত এবং বাংলাদেশের অসংখ্য ভক্ত এখানে আসেন। ভক্তদের জন্য একটি কমিউনিটি হলের প্রয়োজন রয়েছে।'

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বেলা ১১.৪০ মিনিট নাগাদ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নরেন্দ্র মোদী। সমাধিস্থলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন। সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ পরিদর্শন করেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর বঙ্গবন্ধু ভবনের পাশে একটি বকুল গাছের চারা রোপণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পরে দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন মোদী।

বাংলাদেশ নিয়ে মোদির বক্তব্যকে আক্রমণ, 'ভুল' স্বীকার শশী থারুরের

দেহরাদুন,২৭ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যকে আক্রমণ করেও পিছু হটলেন শশী থারুর। সরাসরি নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেস নেতা জানিয়ে দিলেন, ভুল হলে তা মেনে নিতে তাঁর কোনও সমস্যা নেই।

মুজিববর্ষ উদযাপনে আমন্ত্রিত হয়ে শুক্রবার দু'দিনের সফরে বাংলাদেশে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে ঢাকা-নয়াদিল্লির সম্পর্কে নতুন দিগন্তের সূচনা করে ওইদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পরাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমিও লড়াই করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের জন্য সহযোগীদের সঙ্গে সত্যাগ্রহ করে ২০-২২ বছর বয়সে জেলে গিয়েছিলাম আমরা। এই লড়াইয়ে কৃষক, জওয়ান, শিক্ষক ও চাকুরিজীবী সবাই একসঙ্গে এসে মুক্তিবাহিনী গঠন করে লড়াই করেছেন।"

এরপরই মোদির বক্তব্যকে তোপ দেগে টুইট করেন শশী থারুর। তিনি লেখেন, "আন্তর্জাতিক শিক্ষা: আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতীয় 'ফেক নিউজ'-এর স্বাদ দিচ্ছেন। ঘটনা হল সকলেই জানেন কে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন।" শশীর টুইট থেকে পরিষ্কার, মোদি বাংলাদেশের জন্ম ও ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্ককে অস্বীকার করছেন।

যদিও পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন তিনি। শনিবার সকালেই সরাসরি সেকথা জানিয়ে শশীকে টুইটারে লিখতে দেখা যায়, "আমি যখন ভুল তখন সেটা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তাড়াতাড়ি হেডলাইন ও টুইটগুলি পড়তে গিয়েই আমি টুইট করে ফেলেছিলাম, 'সবাই জানে বাংলাদেশকে কে স্বাধীন করেছিল।' ইঙ্গিত ছিল নরেন্দ্র মোদি ইন্দিরা গান্ধীর নাম নেননি। পরে দেখলাম তিনি নিয়েছিলেন। সরি।"

এদিকে শনিবার ঠাসা কর্মসূচির মধ্যে সকালে সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো সেরে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় যান প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ২০ কিলোমিটার দূরে কাশিয়ানী উপজেলার ওড়াকান্দিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান শ্রীধাম ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করেন তিনি।

জঙ্গলমহলে তৃণমূল খাতাই খুলতে পারবে না, আত্মবিশ্বাসী দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : "পাঁচ জেলার ৩০ আসনে ভোট, মূলত জঙ্গলমহল এলাকায় নির্বাচন, আর এই এলাকাগুলি থেকে একটিও আসন পাবে না তৃণমূল।" শনিবার ভোট দিতে এসেই নিজের চেনা ছন্দেই দেখা দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালেই মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিলেন সাংসদ। তারপরেই সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় হুঁশিয়ারি দেন। বলেন, "জঙ্গলমহলে ওরা খাতাই খুলতে পারবে না।"

দিলীপবাবু জানান, আজ দিকে দিকে বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূলের হামলার খবরে মানুষ ক্ষুব্ধ। স্বতস্ফূর্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে ভোট দিচ্ছে। এমনি কোনও অভিযোগ নেই। কিছু লোক রয়েছে যারা শুধু অভিযোগই করছেন। দেখানোর চেষ্টা করছে বড় গন্ডগোল হচ্ছে। বলছে নাকি বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী তো রয়েছে, তাদের কাছে কেন অভিযোগ করছে না এমন কিছু হয়ে থাকলে।"

দিকে দিকে ইভিএম খারাপ ও সিআরপিএফের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেছে বিরোধীরা। সেই বিষয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি জানান, "যারা হারছে তারা এসব করে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। জঙ্গলমহলে ওরা খাতাই খুলতে পারবে না। সংবাদমাধ্যম, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীও এখন ওদের নিশানায়। কারণ বুঝতে পেরেছে চেনা ছকে ভোটলুটে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে এরা। তাই গালাগালি দেওয়া আর হিংসা করা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই ওদের কাছে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ফল বার হলে মিলিয়ে নেবেন আমার হিসেবের সঙ্গে : বানেশ্বর মাহাতো

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): জন্ম, পড়াশোনা, কর্ম সবই পুরুলিয়ার বলরামপুরে। এই কেন্দ্রেই বিজেপি এবার প্রার্থী করেছে বানেশ্বর মাহাতোকে। তাই গর্ব করেই বললেন, "এক্কেবারে আক্ষরিক অর্থে ভূমিপুত্র। মাননীয়া থেকে শুরু করে অনেক প্রার্থীকেই বহিরাগত অপবাদ সইতে হচ্ছে। সেদিক থেকে আমরা স্বস্তিতে।' হিন্দুস্থান সমাচার-কে তিনি জানান, "অষ্টম শ্রেনি থেকে আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবী। সঙ্ঘের কল্যাণ আশ্রমের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিলেন। ফুলচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে তৎকালীন বিহারের একটি কলেজে ভর্তি হই। পার্ট ওয়ানের পর আর পড়া চালিয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু '৯১ থেকে পুরোদস্তুর বিজেপি কর্মী। নানা সময়ে হামলার মুখে পড়তে হয়েছে।' কেবল পুরুলিয়া নয়, জেলার ন'টি আসনেই বিধানসভা ভোটে বিজেপি জিতবে বলে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর কাছে দাবি করলেন বানেশ্বরবাবু। কিসের ভিত্তিতে এত নিশ্চিন্তি? তিনি বলেন, "প্রায় পাঁচ বছর জেলা বিজেপি সভাপতি ছিলাম। গোটা জেলাটাকে হাতের তালুর মত জানি। কোন কেন্দ্রে কত ব্যবধান হতে পারে, সেটাও বলে দেব। এই যেমন, আমার বিধানসভায় জিতব ৩৫-৪০ হাজার ভোটে। ফলপ্রকাশের পর মিলিয়ে নেবেন!' ২০১১ আর ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে বলরামপুরে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন যথাক্রমে বাতুলাল মাহাতো ও সুভাষচন্দ্র দাস। বলরামপুরে ২০১১তে তৃণমূলের শান্তিরাম মাহাতো ৪৫-৭৯ শতাংশ পেয়ে হন প্রথম। সিপিএম পায় ৩৮-৪০ শতাংশ, বিজেপি-র বাতুলাল মাহাতো ২-৪৮ শতাংশ পেয়ে হন চতুর্থ। '১৬-তে ফের তৃণমূলের শান্তিরাম মাহাতো ফের প্রথম হন। অনেক ব্যবধানে থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় কংগ্রেস এবং বিজেপি। এবার প্রার্থী হতে না পেরে বাতুলাল আর সুভাষ বিদ্রোহ করেননি? বানেশ্বরবাবু বলেন, "ওঁরা দু'জনই তো তৃণমূলে চলে গিয়েছে। বাতুলালের পুত্রবধূ অঞ্জনাকে আমরা ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে জিতিয়ে আনলাম। তার পরেও সপরিবারে ওরা বিজেপি ছেড়ে দিল। আসলে, নানাভাবে চাপ তৈরি করে বাধ্য করেছিল তৃণমূল।' মূল আয়ের উৎস কী? বানেশ্বরবাবু বলেন, "বাবা রেলে কাজ করতেন। ২৮ হাজার টাকা মাসে পেনশন পান। প্রায় ২২ বিঘা জমিতে চাষাবাদ করাই। স্ত্রী আইসিডিএস-এর কাজ করেন। সব মিলিয়ে চলে যায়। দলের সংগঠনের কাজই আমার ধ্যানজ্ঞান। গত লোকসভা ভোটে পুরুলিয়ার ৯ টি বিধানসভাতেই বিজেপি এগিয়ে ছিল। আশা করছি আগামী ভোটেও সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব আমরা।' বলরামপুরে ভোট প্রথম পর্যায়ে, ২৭ মার্চ।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে অসমে এবার মহাজোট সরকার হবে, দাবি বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামার

কোকরাঝাড় (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : অসমে এবার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার হবে, দাবি বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারির। এই দাবি করে হাগ্রামা বলেন, 'রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা যদি দল বদল করে কংগ্রেসে আসেন, তবে আমি বিজেপিতে যোগ দেব।' মহাজোটের স্টার ক্যাম্পেইনার হাগ্রামার কটাক্ষ হিমন্তবিশ্বকে।

আজ শনিবার (২৭ মার্চ) সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে অসম বিধানসভার প্রথম দফার ভোট পর্ব। উজান ও উত্তর অসমের ১২টি জেলার ৪৭টি আসনে শুরু হয়েছে নির্বাচন প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী ১ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য জোরদার প্রচারে ব্যস্ত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। ইতিমধ্যে গত কয়েকদিনের নির্বাচনি প্রচারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা রাজ্য।

আজ সকালে কোকরাঝাড়ে নির্বাচনি প্রচারে বের হওয়ার আগে মহাজোটের স্টার ক্যাম্পেইনার বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর সভাপতি তথা প্রাক্তন বিটিআর-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্তালাপে দাবি করেছেন, এবার অসমের ক্ষমতা থেকে বিজেপি জোটকে উৎখাত করাই হবে। রাজ্যের জনতা তা স্থির করে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, দিল্লি থেকে আগত বিজেপির হাইপ্রোফাইল নেতারা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছেন। তাতে চিড়ে ভিজবে না। হাগ্রামার বক্তব্য, অর্থ ও ক্ষমতার বলে বলিয়ান বিজেপির লোকাল স্টার ক্যাম্পেইনার 'মামা' হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে তৎপরতার সঙ্গে প্রচারাভিযান তুঙ্গে তুলেছেন। নাচ-গান থেকে শুরু করে বাইক মিছিলের পাশাপাশি তিনি হাস্যকৌতূক রসিকতার মাধ্যমে বিরোধীদের কটাক্ষ করে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করছন। কোনও লাভ হবে না।

এর বিপরীতে মাহজোটের একজন লোকাল স্টার ক্যাম্পেইনার হিসেবে তিনিই নাকি আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, দাবি বিপিএফ-সুপ্রিমো হাগ্রামা মহিলারির। সেই সুবাদে হাগ্রামা মহিলারি সংবাদ মাধ্যমের কাছেও আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছেন। অবশ্য এর কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে, প্রায় সময়ই হাগ্রামা মহিলারির আগ বাড়িয়ে বেফাঁস মন্তব্য। নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-র আহ্বায়ক মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার জবাবে হাগ্রাম সটান মন্তব্য, 'হিমন্ত আমার গুরু নন, আমিই হিমন্তের গুরু'।

একইভাবে হাগ্রামা আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ভাগ্য নেই হিমন্তের, যোগ্যতাও নেই।' হাগ্রামার ধারণা, 'বিজেপির মিথ্যা কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। গত পাঁচ বছর বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের হাঁড়ে হাঁড়ে চিনেছি। সেজন্যই বিজেপির সঙ্গ ছেড়েছি।' আরও বলেন, 'আমি হিমন্তবিশ্বের কট্টর বিরোধী। তিনি যে দলে থাকবেন সেই দলে আমি নেই। হিমন্তবিশ্ব যদি কংগ্রেসে আসেন, তা-হলে মুহূর্তের মধ্যে আমি স্বইচ্ছায় বিজেপিতে যোগ দেব।'

প্রসঙ্গত, মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে বার বার আক্রমণের লক্ষ্য করে হাগ্রামা বিজেপি মিত্রজোটের প্রচারকে নিষ্প্রভ করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এ-ধরনের মন্তব্য করে হাগ্রামা নির্বাচনি প্রচারের ময়দানে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন বলে রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ক্রমাগত ভুল! অ্যালঝাইমার্স হয়নি তো?

সমাজ যত দ্রুত হচ্ছে, ভুলে যাওয়ার পরিমাণ ততই বাড়ছে। মাল্টি টাস্ক বা একসঙ্গে একাধিক কাজ অতি দ্রুত শেষ করতে গিয়ে ভুলে যাওয়ার শিকার হচ্ছেন আট থেকে আশি বয়সের লোকজন। তবে এর থেকে একটু আলাদা অ্যালঝাইমার্স। কোথায় আলাদা, কীভাবে আলাদা, কী দেখে বুঝবেন এটা আপনার সাধারণ ভুলে যাওয়া না রোগের লক্ষণ ঃ-

১) দৈনন্দিন কাজ ভুলে যাওয়া ঃ একদম গোড়ার নয়, ফোন নম্বর, তারিখ দিন এই সব ছোট ছোট জিনিস ভুলতে শুরু করেন রোগী। যদিও বয়স বাড়লেও এই সমস্যা দেখা দেয়। তাই চট করে প্রথমে বুঝে ওঠা যায় না এটি রোগ না বয়সজনিত সমস্যা। তবে এর সঙ্গে রোজের কাজের কথা ভুলতে আরম্ভ করলে বুঝতে হবে সজাগ হওয়ার দিন এসেছে।

২) পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে না পারা ঃ মাঝেমধ্যেই হিসাব বা রান্নাবান্না করতে ভুল হয়ে যায়। রান্নায় কোনটার পর কী দেবেন, মনে থাকে না। এবং আস্তে আস্তে এই সমস্যা ঘন ঘন হতে থাকে।

৩) সময়জ্ঞান হারানো ঃ দিন, সপ্তাহ, তারিখ, বছর, সময় কিছুই মনে রাখতে পারেন না এই রোগের আক্রান্তরা।

৪) কোনো কিছু দেখে বুঝতে না পারা ঃ রং চিনতে না পারা, বই পড়তে না পারা, গাড়ি চালাতে না পারা— অ্যালঝাইমার্সের লক্ষ্মণ। আস্তে আস্তে রোগী দিন আর সময়ের হিসেবেও গুলিয়ে ফেলেন।

৫) কথার খেই হারিয়ে ফেলা ঃ একসময় কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে রোগী। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। শব্দ চয়ন করতে পারেন না। কথা বলতে বলতে থেমে যান।

৬) জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা ঃ জিনিস হারিয়ে বেলা খুব কমন সিম্পটম। জিনিস একটি জায়গায় রাখার পর কিছুতেই তাকে খুঁজে না পাওয়া বা মনে করতে না পারা এই রোগের লক্ষ্মণ।

৭) বিচারক্ষমতা লোপ পাওয়া ঃ সিদ্ধান্ত নিতে সমস্য হয় ধীরে ধীরে। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল— বুঝে উঠতে পারেন না। ফলে, কী সিদ্ধান্ত নেবেন তার জন্যেও নির্ভর করতে হয় অন্য মানুষের ওপর।

৮) সমাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া ঃ অনেক সময়েই এরা বুঝতে পারেন না, তাদের চারপাশে কী ঘটছে। ফলে, আসতে লোজন এদের থেকে সরে যায়। এরাও ক্রমশ গুটিয়ে নিতে থাকেন নিজেদের। একসময় এরা সবার থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্জন দ্বীপের মতো একা হয়ে পড়েন।

৯) ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঃ একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত হতে হতে একসময় তাদের মনে বাসা বাঁধে ভয়, অবিশ্বাস, উদ্বেগ আর অবসাদ। এর সঠিক কারণও এরা কিন্তু বলতে বা দেখাতে পারেন না। একজন অ্যালঝাইমার্স রোগী কী চান বা কী করতে চান, বুঝে ওঠা ভীষণ কষ্টসাধ্য। রোগের একেবারে প্রথম দিকে তবুও নিজের কিছু কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারেন তিনি। কিন্তু আস্তে আস্তে রোগের প্রকোপ যত বাড়ে, ততটাই পরাধীন হয়ে পড়েন। ফলে, রোগীকে বুঝে তার মতো হয়ে উঠতে হবে পরিবার এবং আশপাশের মানুষজনকে। এর জন্য আরও সচেতনতার প্রয়োজন।

অতিরিক্ত ঘামছেন? সমাধানের উপায়

উষ্ণ আবহাওয়া কিছুক্ষণ থাকলে বা কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করলে শরীর ঘেমে যাওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই শরীরের নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যদি মাত্রাতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হয়? বগলের নিচের, হাতের বা পায়ের তালুতে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হওয়ার সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ মানুষের এই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থাকে।

যেসব কারণে অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হয় ঃ শরীরের অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হওয়া যেমন কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, শরীরে উপস্থিত অন্য কোনো রোগের কারণে হতে পারে আবার তেমনি কোনো কারণ ছাড়াও এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। শরীরের যে কোনো অংশে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হতে পারে। আবার শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অংশেও অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হতে পারে।

সাধারণত বগলের নিচে, হাতের বা পায়ের তালুতে, কপালে, উপরের ঠোঁটে এবং ঘাড়ে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হতে দেখা যায়। ঠিক কি কারণে শরীরের নির্দিষ্ট একটি অংশে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হয়, এ বিষয়টি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। ধারণা করা হয়, হাইপারথ্যালামাসে ত্রুটির কারণে অতিরিক্ত ঘাম হয়ে থাকে। হাইপারথ্যালামাস মস্তিষ্কের ওই অংশ যেটি শরীরে ঘাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

অতিরিক্ত ঘামের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হয়ে থাকে ঃ যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ভাসকুলার সার্জন মার্ক হোয়াটটলি বলেন, সামাজিক সবচেয়ে ক্ষতির ঘামের সমস্যা হলো হাতের তালু ঘামা। হোয়াইলি বলেন অনেক মানুষ হাত ঘামার কারণে আরেকজনের সাথে করমর্দন করতে অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ করমর্দনের পর যখন ওই ব্যক্তি তার হাতে মোছেন, সেটি অপমানজনক। উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে অতিরিক্ত ঘামের সাথে শরীরে দুর্গন্ধ তৈরি হওয়ায়ও একজন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে অপদস্থকর অবস্থায় ফেলতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত ঘামে কাপড় ভিজে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে।

যে উপায় সমস্যা সমাধান করা যায় ঃ শরীরে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হওয়ার সমস্যা যথেষ্ঠ অস্বস্তিকর এবং ক্ষেত্রবিশেষ অবমাননাকর হলেল, খুশির বিষয় হল প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সব ক্ষেত্রেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা হলে ক্ষেত্রবিশেষ ডারমাটোলজিস্টরা ওষুধ গ্রহণ, বোটক্স ইনজেকশন নেওয়া বা সার্জারির মাধ্যমে ঘাম তৈরি করা গ্রন্থিগুলো অপসারণের পরামর্শ দিতে পারেন। তবে শরীরের কোন অংশে ঘাম হয়, তার উপর নির্ভর করে কোন ধরনের চিকিৎসা নেওয়া হবে। বগলের নিচে অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার সমস্যা থাকলে বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন কার্যকর হতে পারে। বোটুলিন এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ যেটি ঘাম তৈরি করা গ্রন্থিগুলোর সাথে যুক্ত স্নায়ুগুলোর কার্যক্ষমতা থামিয়ে দেয়, ফলে ঘাম তৈরি হয় না। তবে এই পদ্ধতি স্থায়ী নয়, ওষুধের ডোজের ওপর নির্ভর করে প্রতি ছয় থেকে নয় মাসে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হয়। ঘামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে সার্জারি করতে হবে, যেটিকে এন্ডোস্কোপিক ট্রান্সথোরাসিক সিম্যাথেকটমি বলা হয়। এই সার্জারির মাধ্যমে ঘাম তৈরি হওয়ায় গ্রন্থিগুলোর সাথে সংযুক্ত স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন করা হয়। এই সার্জারির করে হাত ঘামার সমস্যা সমাধানে প্রায় ৯৯ সফলতা পাওয়া যায়।

তবে এই সার্জারির কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে ঃ একটি সমস্যা হলো, শরীরে যেসব অংশে ঘাম তৈরি হওয়ার কথা ছিল সার্জারির ফলে সেসব অংশে ঘাম সৃষ্টি হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু ঘাম তৈরিকারী গ্রন্থিগুলো শরীরে ঘাম উৎপন্ন করছে। এরকম ক্ষেত্রে, উৎপন্ন ওই ঘাম শরীরের অন্যান্য অংশ দিয়ে নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ আপনি হাতে অতিরিক্ত ঘামের জন্য সার্জারি করার ফলে হাতে ঘাম তৈরি হলো না কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে ঘামের পরিমাণ সাধারণত সময়ের চেয়ে বেড়ে গেলো। সাধারণত শরীরের নিচের অংশে বা ঘাড়ে এই অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হয়ে থাকে। আরেকটি ঝুঁকি হলো সার্জারির পর ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যত কম বয়সে হাইপারহাইড্রোসিস বা অতিরিক্ত ঘামের এই সমস্যা সমাধান করা যায় ততই ভাল। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ধরনের ওষুধ গ্রহণ করা কোনওভাবেই উচিত নয়। অনেক সময় কোনোর রোগের ওষুধ নেওয়া শুরু করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘামের সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আর যাদের অতিরিক্ত ঘামের সমস্য রয়েছে, তাদের ঘামের সমস্যা যদি টানা ছয় মাস ধরে চলথে থাকে সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন চিকিৎসক। পারিবারিকভাবে অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থাকলে বা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি সময়ে, যেমন রাতে, ঘামলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

আবার অতিরিক্ত গরমের সময় ডায়রিয়া, জলশূন্যতা, পেটের পীড়া, টাইফয়েড, চর্মরোগ ইত্যাদির পাশাপাশি আরও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে হয় কমবেশি সবার। এ সময় কিছু সতর্ক পদক্ষেপ নিলে বিপদ কেটে যেতে পারে—

হিট সিনকোপ ঃ অতিরিক্ত গরমের মধ্যে অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমের কারণে জলশূন্যতার জন্য শরীরে রক্তচাপ হঠাৎ কমে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়াই হিট সিনকোপ। এ রকম ঘটনা ঘটলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ঠাণ্ডা জায়গায় শুইয়ে দিয়ে অতিরিক্ত জলশূন্যতার ঘাটটি পূরণ করতে বেশি বেশি জল, তরল খাবার, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি খেতে দিন।

হিট ক্র্যাম্পস ঃ অতি গরমে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করলে শরীর থেকে ঘামের সঙ্গে অতিরিক্ত জল ও লবণ বেরিয়ে শরীরের মাংসপেশিগুলোতে তীব্র ব্যথাসহ খিঁচুনি হয়, বিশে, করে শরীরের বেশি ব্যবহৃত মাংসপেশিগুলোয় এ রকম সমস্যা হয়ে থাকে। একে হিট ক্রাম্পট বলে। এ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত অন্য স্থানে সরিয়ে বেশি করে খাবার স্যালাইন খেতে দিন। চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজন শিরাপথে স্যালাইনের ব্যবস্থা করুন। এক থেকে তিন দিন পূর্ণ বিশ্রামে রাখুন।

হিট এক্সাসন ঃ গরমে দীর্ঘ সময় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করলে এবং পর্যাপ্ত জল ও লবণ গ্রহণ না করলে শরীর জলশূন্য হয়ে দুর্বল ও নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে হিট এক্সাটন বলে। এ সময় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতা, মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। কখনও বা মানসিক অবস্থা লোপ পেতে পারে। সে এলোমেলো কথা বলতে পারে কিংবা অচেতন হয়েও যেতে পারে। এ সময় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ঠাণ্ডা জায়গায় সরিয়ে নিন। শীতল স্থানে বা ফ্যানের বাতাসের নিচে রাখুন। পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার খেতে দিন। শিরাপথে স্যালাইনের ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যান।

হেঁচকি কেন উঠে, থামাবেন কীভাবে?

খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব সাধারমত একটি বিষয়। এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই যখন তখন মানুষের হেঁচকি শুরু হলে তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি আসে।

মানুষের হেঁচকি আসে কেন? বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিহীন এই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা সুনির্দিষ্ট কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে খিঁচুনির মত হয় যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দ তৈরি হয়। ফুসফুসের নীচের পাতলা মাংসপেশীর স্তর, যেটিকে ডায়াফ্রাম বলে, হঠাৎ সংকোচনের ফলেই হেঁচকি তৈরি হয়।

হেঁচকি ওঠার একশো'র বেশি মেডিক্যাল কারণ থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো খুবই সামান্য কারণেই হয়ে থাকে। ওষুধ নির্মাতা সংস্থা অ্যাকমের সিনিয়র ম্যানেজার ও চিকিৎসক আফরোজা আখতার বলেন, হেঁচকির সবচেয়ে সাধারণ কারণ দ্রুত খাবার গ্রহণ করা। দ্রুত খাওয়ার কারণে খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করার কারণে ভ্যাগাস নার্ভের কার্যকলারপ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। চেতনানাশক, উত্তেজনাবর্ধক, পার্কিনসন্স রোগ বা কেমোথেরাপির বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নেওয়ার ফলেও হেঁচকি তৈরি হতে পারে। এছাড়া কিছু অসুখের ক্ষেত্রেও মানুষের হেঁচকি হতে পারে। কিডনি ফেল করলে, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ক্লেরোসিস বা মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রেও অনেকের হেঁচকি তৈরি হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই হেঁচকি শুরু হওয়ার জন্য এসব কোনো কারণেই দরকর হয় না। হাসি বা কাশির মধ্যে, অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিদ্রুত খাবার গ্রহণ করা বা ঝাঁকসহ পানীয় বেশি পরিমাণে খেলে হেঁচকি সুরু হতে পারে, তবে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াও হেঁচকি আসাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। হেঁচকি ওঠাঠা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সাধারণত মিনিটখানেকের মধ্যেই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় হেঁচকির উদাহরণও কিন্তু রয়েছে। যেমন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে হেঁচকি ওঠার বিশ্ব রেকর্ডের উদাহরণ হিসেবে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস অসবোর্নের ঘটনাকে। ১৯২২ সালে হেঁচকি তোলা শুরু করেন তিনি, কথিত সেসময় তিনি একটি শূকর ওজন করার চেষ্টা করছিলেন।

হেঁচকি থামানোর উপায় ঃ ঘরোয়াভাবে হেঁচকি থামানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূলত দুইট মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। একটি হলো রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেন শ্বাসনালীতে খিঁচুনি বন্ধ হয়। আরেকটি হল শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলধকরণে মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ভ্যাগাস স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত কর। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী কয়েকটি পদ্ধতিতে হেঁচকি থামানো যায় ঃ-

১) কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ফেলা ,
২) দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া,
৩) বরফ ঠাণ্ডা জল খাওয়া,
৪) কিছু দানাদার চিনি খাওয়া,
৫)লেবুতে কামড় দেওয়া বা একটু ভিনেগারের স্বাদ নেওয়া,
৬) স্বল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা,

কখন চিকিৎসার পরামর্শ নিতে হবে ঃ হেঁচকি সাধারণত আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়, তবে যদি অতি দীর্ঘসময় ধরে হেঁচকি উঠতে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। হেঁচকি নিরাময়ে ঘরোয়া চিকিৎসার যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। হেঁচকির তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়া নিয়মিত হেঁচকিতে দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম ব্যহত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উপদেশ দেন বিশেষজ্ঞরা।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার কীভাবে কাজ করে?

এই সার ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় হওয়ায় ধুয়ে মুছে বা উবে কোন প্রকারে অপচয় হয় না এবং ফসল পায় ১০০ শতাংশ খাদ্য। স্পে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা এই সার কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতারা কোষে কোষে পৌঁছে ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দশার যথা - ফুল আসা, ফল ধরায় যথার্থ পুষ্টির যোগান দেয় ও ফসলের বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ে সাহায্য করে যা কৃষককে ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়াকে নিশ্চিত করে। এই সার ফসলকে অনুর্বর মাটিতেও যথার্থ পুষ্টি দানের মাধ্যমে বাড়তি ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান, ফুল, ডালশস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষে ইউরিয়া ফসফেট অত্যন্ত কার্যকরী, পক্ষান্তরে উচ্চলাভযুক্ত ফসল ও পটাশ পছন্দকারী ফসল যথা সবজি, আলু, কচু, আদা, ওল, বাদাম, ফল ও অন্যান্য বাগিচা ফসলে এন পি কে ১৮:১৮:১৮ ফসলের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী।

পশ্চিমবঙ্গে অনুসেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখনো জনপ্রিয় হয়নি। স্বল্পমূল্যের অনুসেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষত সবজি ও ফল চাষে একান্ত জরুরি। অনুসেচ বা বিন্দু সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলে ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় শিকড়ের কাছে জলসেচের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের উৎকর্ষতা অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে, তাতে খরচও বাড়বে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ বার্তা —

এই সার প্যাক করা ব্যাগে অনেক বছর মজুদ করা যায়, তবে খোলা ব্যাগ ব্যবহার করে ফেলতে হবে বা ব্যাগের মুখ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অন্যথা সারের উপাদান নষ্ট হতে পারে বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের মজুতে সার জমে গেলেও এর মিশ্রণ যোগ্যতা, মৌল কণা উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। এই সার সকাল ১০টার আগে ও বিকাল ৪টার পরে স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়। ঝোড়ো হাওয়া বা বৃষ্টির দিনে স্প্রে করা উচিত নয়। সারের সর্বোচ্চ শোষণ ও আত্তিকরণের জন্য স্প্রে-র সময় পাতার নিচের পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ ভিজানো দরকার। সঠিক মাত্রায় স্প্রে করা উচিত কারণ মাত্রা বেশি হলে ফলনের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি মাত্রা বা ঘনত্ব কম হলে স্প্রে অকার্যকর হবে। উপযুক্ত মাত্রা হল প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ১ শতাংশ। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার পরিবেশবান্ধব ও অতি সহজে পাতার স্প্রে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় বলে এই সারের ব্যাবহার কৃষকদের কাছে শীঘ্রই আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াবে। পাতার মাধ্যমে শোষিত বা অনুসেচত সহযোগে ব্যবহৃত এই সার পাতার ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ ও শর্করা উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় ফলে ফসলের পরিবহন তন্ত্রের মাধ্যমে পুষ্টি মৌল কণার আত্তিকরণের বৃদ্ধি ঘটে, ফসল পায় উপযুক্ত পুষ্টি।

হার্টের রোগীদের সতর্কতা জরুরি

. যে ব্যক্তিরা হার্টের সমস্যার ভুগছেন তাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে কারণ যাদের হার্টের কোনও সমস্যা নেই সেইসব মানুষের তুলনায় এই ভাইরাসটি হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আক্রমণাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

করোনা ভাইরাস ঃ প্যানডেমিক, এপিডেমিক এবং আউটব্রেকের মধ্যে পার্থক্য কী? হার্ট ডিজিজ এবং করোনা ভাইরাস সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেশন এর মতে যাদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে, যেমন-৬০ বছর বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক অর্থাৎ ৮০ বছর বয়স বা তারও বেশি বয়সি ব্যক্তিদের এবং হৃদরোগ ও ফুসফুসের রোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা ক্যান্সারেব রোগীদেরও কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি। হার্টের রোগীদের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া উচিত ঃ- এখন অবধি, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকরা বলেছেন যে, কোভিড-১৯ এর সময় হার্টের রোগীদের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া উচিত। এটি বলা হয়েছে যে, এই ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হবে, প্রচুর ফল ও শাকসব্জি খেতে হবে, নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমোতে হবে, এর ফলে আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হবে এবং যেকোনও সংক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির মতে, হাসপাতালে ভর্তি কোভিড-১৯ রোগীদের ৪০ শতাংশের মধ্যে কার্ডিওভাসকুলার বা সেরিব্রোভাসকুলার রোগ পাওয়া গেছে। সেল্ফ কোয়ারেন্টাইন কী?? দেখে নিন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এর ভূমিকা স্বাস্থ্যকর থাকার কিছু উপায়।

শেষ দিনের প্রচারে ঝড় তুলতে নন্দীগ্রামে আসছেন অমিত শাহ

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : দ্বিতীয় দফায় ১ এপ্রিল ভোট নন্দীগ্রামে। তার আগে প্রচারের শেষ দিনে ৩০ মার্চ নন্দীগ্রামে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নন্দীগ্রাম যে এখন সবার কাছেই পাখির চোখ তা নবান্ন অভিযানে বার বার প্রমাণ করেছে শাসক থেকে বিরোধী সবাই। বাংলার ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নন্দীগ্রাম এখন ভরকেন্দ্র। সেখানে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নয় তা বুঝিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল থেকে বিজেপি বা সংযুক্ত মোর্চা। তৃণমূলের তরফে যেমন তারকা প্রচারকদের দিয়ে বারে বারে সভা করা হয়েছে, তেমনই বিজেপি নেতারাও বার বার নন্দীগ্রামে ছুটে গিয়েছেন।

মঙ্গলবার সেখানে তিনি বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে রোড শো করবেন। উপস্থিত থাকতে পারেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। অমিত শাহের রোড শো ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে নন্দীগ্রামে। শাহের সভা ঘিরে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে।

অমিত শাহের প্রচারে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণের মূল লক্ষ্য হবেন তা বলাই বাহুল্য। শাহি প্রচারে দুর্নীতি, কর্মসংস্থান-সহ একাধিক ইস্যুতে সরাসরি মমতাকেই আক্রমণ করা হবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় নেতারা। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের অন্য জায়গায় প্রচারের পাশাপাশি নন্দীগ্রামের এলাকায় প্রতিদিনই ছোট ছোট সভা করেছেন। কিন্তু নন্দীগ্রামে প্রচারে শেষ দিন অর্থাৎ ৩০ মার্চ সেই প্রচার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে বিজেপিও। যে কোনও মূল্যে নন্দীগ্রাম জিততে মরিয়া যুযুধান তৃণমূল এবং বিজেপি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসম নির্বাচন ও হিন্দিভাষীদের স্বার্থ : আর কে সিনহা

অসম বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দল লালা ধরনের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছ থেকে ভোট চাইছেন। এটা রাজনৈতিক অভিযানেরই অংশ। হিন্দিভাষীদের দিকেও বিশেষ নজর রয়েছে নেতাদের। সীমান্তবর্তী রাজ্য অসমে হিন্দিভাষী ভোটারদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তাঁরা অসমের তিনসুকিয়া এবং গুয়াহাটিতে বিশ্বাস করেন। রাজ্যের অনেক আসনের ক্ষেত্রে তাঁদের ভোট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা পরিশ্রমী এবং শারীরিকভাবেও শক্তিশালী। সহজে তাঁরা ভয় পাওয়ার নয়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সন্ত্রাসী সংগঠন আলফার জন্য তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। কিন্তু, বিজেপি শাসনে সেই ভয় তাঁদের চলে গিয়েছে। নিজেদের তাঁরা সুরক্ষিত মনে করেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁদের আশ্বস্ত করছেন, অসমে উন্নয়নের পাশাপাশি শান্তি প্রতিষ্ঠাকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।আলফারা আগে হিন্দিভাষীদের পাশাপাশি পরিশ্রমী মানুষদের উপর হামলা চালাত। আলফারা উগ্রবাদীরাই অরুণাচল প্রদেশের সন্নিকটে তিনসুকিয়া জেলার বরডুমসা এলাকায় একটি ছোট চা এস্টেটের মালিক মুনীন্দ্রনাথ আচার্যের বাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু, সেই গ্রেনেড ঘরের বাইরেই ফেটে যায়, তাই কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আসলে আলফারা সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য নির্দোষ হিন্দিভাষীদের টার্গেট করে। আলফারাই পূর্ব মাজুলী দ্বীপের ব্যবসায়ী শিবাজী প্রসাদকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এখন সমস্ত কিছু অতীতের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় দেশ-বিরোধী আলফা সংগঠনের কোমড় ভেঙে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। কংগ্রেসের শাসনকালেও তা সম্ভব ছিল। কিন্তু, কংগ্রেসের পূর্বতন সরকার অসমে আলফা ও বোড়োর মতো সংগঠনের সামনে মাথা নত করেছিল।

নির্বাচন তো আসে ও যায়-কিন্তু দেশকে ভাবতে হবে জঙ্গি সংগঠণকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে নাকি, তাদের সামনে আত্মসমপর্ণ করবে। এই দেশ সমস্ত নাগরিকের। এই দেশের সম্পদের উপর সকলের সমানাধিকার রয়েছে। এই কারণে অসমে হিন্দিভাষীদের অথবা হিন্দিভাষী রাজ্যে উত্তর-পূর্বের মানুষকে অপমান করা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। যাইহোক উত্তর-পূর্বের রাজ্যের প্রগতিতে হিন্দিভাষীদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কয়েক দশক ধরে উত্তর-পূর্বে বিশ্বাস করছেন হিন্দিভাষীরা। শুধুমাত্র হিন্দিভাষী, এই কারণে তাঁদের মেরে ফেলা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়। অসমের হিন্দিভাষীদের মধ্যে অধিকাংশ ভোজপুরী ভাষার বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশের মানুষ রয়েছেন, হিন্দি সমাজে মাড়োয়ারী সমাজও রয়েছে। এখন তাঁরা অসমীয়া ভাষাতেও কথা বলেন। তাঁরা পুরোপুরি সেখানকার হয়ে গিয়েছেন। গুয়াহাটির মাড়োয়ারী যুব সম্মেলনে রাজ্যে চিকিৎসালয়, পুস্তকালয়, বিদ্যালয়,ধর্মশালা প্রভৃতি লাগাতার নির্মাণ করছেন। উত্তর-পূর্বের রাজ্যের বিহার ও উত্তর প্রদেশের পাশাপাশি হরিয়ানা ও পঞ্জাবের জনগণও বসবাস করেন। অসমে হিন্দির অনেক গভীর শিকড় রয়েছে। সেখানে সেনা, কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত জওয়ান, হিন্দিভাষী রাজ্য থেকে সেখানে গিয়ে বসবাসকারী ব্যবসায়ী, পূর্ব উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে কাজের উদ্দেশে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য হিন্দি ভাষার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। এখন সমগ্র অসমে হিন্দিভাষায় কথা বলা মানুষজনকে দেখতে পাবেন। অসমে হিন্দিকে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গান্ধীজিরও অবদান রয়েছে। অসমের সমাজকে হিন্দি ভাষার সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য বাবা রাঘবদাসকে হিন্দি প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত করে অসমে পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজি। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সহজেই হিন্দি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ মনে করা হয় যে সমস্ত ভাষার লিপি দেবনগরী, সেই ভাষা হিন্দি না হওয়া সত্ত্বেও ওই ভাষার মাধ্যমে হিন্দির প্রচার হয়ে যায়। যেমন অরুণাচল প্রদেশে মোনপা, মিশি ও অকা, অসমে মিরি, মিসমি ও বোড়ো, নাগাল্যান্ডে অদাগি, সেমা, লোথা, রেঙ্মা, চাখে, ফোম তথা নেপালি, সিকিমে নেপালি লেপা, লিম্বু প্রভৃতি ভাষা তো দেবনগরী। দেবনগরী লিপি অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার জননী।

অসম এবং হিন্দুভাষীদের বিষয়টি বাদ দেওয়া যাক, আমরা সবাই জানি হিন্দিভাষী রাজ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও সুপরিচিত নাম হল ভুপেন হাজারিকা। ভুপেন হাজারিকার গান হৃদয় ছুঁয়ে রয়েছে। তিনি ছিলেন গীতিকার, সুরকার, গায়ক, কবি, সাংবাদিক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র-পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, লেখক, চিত্রশিল্পী এবং রাজনীতিবিদ। যাইহোক, দেশের বিশ্বাস অসম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রাজ্য, দেশ ও অসমের হিন্দিভাষীদের পক্ষেই আসবে। প্রতিবছর বন্যা থেকে মুক্তি পাবে অসম।

কেউ শান্ত কেউ উত্তেজিত, দিনভর বুথে বুথে ব্যস্ত বিভিন্ন দলের প্রার্থী

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : শনিবার সকাল থেকেই বুথে বুথে ব্যস্ত প্রার্থীরা। গন্ডগোলের খবর পেলেই অকুস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রার্থীদের কেউ বললেন ভোট শান্তিতেই হচ্ছে। কেউ বা অশান্তির অভিযোগ আনলেন।

সাড়ে সাতটায় বুথে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে এলেন মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের তারকা প্রার্থী জুন মালিয়া। পারা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ২৭ বছরের যুবক স্বপন বারুই 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, ‘‘সকাল আটটা নাগাদ নদিহা হাই স্কুলে আমার ভোটটা দিয়েছি। এই কেন্দ্রে কোথাও অশান্তি হয়নি। ঠিকমত ভোট হচ্ছে।‘‘ সকাল ৭.৫০-এ পুরুলিয়ার করাডিতে, নিজের গ্রামের বুথে সাতসকালেই ভোট দিলেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। সকাল ৮টায় ভোট দিলেন পুরুলিয়ার তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। খড়্গপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ২৯ বছরের শেখ সাদ্দাম আলি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, ‘‘২-৩টি বুথে সকালে ভোটযন্ত্রে গন্ডগোলে ঘন্টাখানেক বিঘ্ন হয়েছে। তবে বড় অশান্তি এই কেন্দ্রে হয়নি। আমার ভোট ১ এপ্রিল খড়্গপুর সদর কেন্দ্রে।‘‘ সকাল ১১.১০-এ রামনগরের বিজেপি প্রার্থী স্বদেশরঞ্জন নায়েককে ঘিরে তৃণমূলের বিক্ষোভ হয়। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অখিল গিরি।

বড় অশান্তি না হলেও কিছুটা উত্তেজিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম। এবার তিনি ভোটে রাণীবাঁধ বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী। এই প্রতিবেদকের কাছে অভিযোগ করেন, ‘‘বিরোধী দলগুলো ভোটদাতাদের মুড়ি বিলি করছে। আমরা কমিশনকে জানিয়েছি।‘‘। সেই তুলনায় অনেক বেশি চাপে ছিলেন শালবনির সিপিএম প্রার্থী তথা রাজ্যের আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়। গাড়ির কাঁচ ভাঙে। জুতো দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীদের একাংশ। সেখানে আক্রান্ত হয় সংবাদমাধ্যমও। কাঠগড়ায় তৃণমূল কর্মীরা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে সকাল ১০.২০ নাগাদ সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে ভোট করানোর অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী বিক্রম প্রধান। তাঁর অভিযোগ, অতনু মিশ্র নামে এই সেক্টর অফিসার নিয়ম বিরুদ্ধভাবে বুথে দাঁড়িয়ে বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার প্রচার করেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করেন তিনি। এই বিধানসভা কেন্দ্রের পোরলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়নজোড়া ৯৮ নম্বর বুথে এক সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী সুখময় সৎপতি এই প্রতিবেদকের কাছে অভিযোগ করেন, “তৃণমূল ভোট লুঠের চেষ্টা করায় একটি কেন্দ্রে সিআরপি-কে হস্তক্ষেপ করতে হয়।“ অন্যদিকে, তৃণমূলের তারকা প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ‘‘উনি একদম বাজে অভিযোগ করছেন। সকাল থেকে আমাদের ছেলেরা ভোটকেন্দ্রের ৪০০ মিটার দূরে আছে। বিজেপি-র ছেলেরা ভোটকেন্দ্রের সামনে যাচ্ছে বাইক নিয়ে। আমরা প্রতিবাদ করি। সিআরপি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেরেছে। অন্তত ১১ জন আহত হয়েছে। ওদের মধ্যে আছে বছর সাতের একটি মেয়ে!“

প্রথম দফায় ৯০ শতাংশ বুথে নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে: কৈলাস বিজয়বর্গীয়

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণের প্রথম দফায় ভোটের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার বিজেপির পশ্চিমবঙ্গে দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গিয়া বলেন, 'প্রথম দফায় ভোটে কম রিগিং হয়েছে। কম হিংসা হয়েছে। ৯০ শতাংশ বুথে নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে।'' পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করে কমিশনে ধন্যবাদ জানিয়ে আসে বিজেপির প্রতিনিধিদল। শনিবার দুপুরে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন শিশির বাজোরিয়া ও অর্জুন সিং।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাচালীন শনিবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় বিজেপি প্রতিনিধি দল। যে দলে ছিলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শিশির বাজোরিয়া, অর্জুন সিং প্রমুখ। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'অনেকদিন ধরে ভোট দেখছি। ৬ বছরে কম রিগিং হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ১০০ শতাংশ বুথে মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে, এবার সেটা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দেখতে বলেছি। আজ শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলা হয়েছে। তালিকাভুক্ত অপরাধীদের আগেই গ্রেফতার করা হলে, এরপর আর এমনটা হবে না। মোটের উপর ৪ দশকে বাংলায় এত সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হল।'

যদিও, প্রথম দফার ভোটে বেশকিছু জায়গায় অশান্তির খবর মিলেছে। যে প্রসঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কটাক্ষ, 'ঢিল মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে!' অন্যদিকে, শিশির বাজোরিয়া বলেন, '২ মে কী হবে, মমতার কথাতেই তা স্পষ্ট। একজন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, উনি এলাকায় ঢুকতে পারছেন না! এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে উনি জিততে পারবেন না।' প্রসঙ্গত, বিজেপি রাজ্য সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য একটি অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ করে দাবি করেছেন যে, বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি প্রলয় পালকে ফোন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতাকে ফোন করে ''সাহায্য'' চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী! তাঁকে তৃণমূলে ফিরে আসার প্রস্তাবও দিয়েছেন। অমিত মালব্যর প্রকাশ করা এই ফোনালাপ ঘিরে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রজানীতিতে। অডিয়ো ক্লিপে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রলয় পালের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। যদিও অডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয় নি।

বিভ্রাট ও কারচুপি-র অভিযোগ নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন ১০ তৃণমূল সাংসদ

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যেই রাজ্যের ৫ জেলার ৩০টি বিধানসভা আসনে ভোট শুরু। এতে গরমিলের অভিযোগ তৃণমূলের। তৃণমূল সূত্রের খবর, বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আজই দিল্লি যাচ্ছেন ১০ সাংসদ। বুথে বুথে এদিন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভোটারদের বুথে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হয়। থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা, বুথে রয়েছে স্যানিটাইজার, মাস্কও। ভোট শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৯০ টি ইভিএম বিভ্রাটের খবর মেলে। বদল করা হয় ৩৪ টি মেশিন।

এদিন সকালে পূর্ব মেদিনীপুরে ২ ঘণ্টায় ভোটদানের হার ছিল গড়ে ১৭ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে আরও বেশি — গড়ে ১৯ শতাংশ। বাঁকুড়ায় ভোট পড়ে গড়ে ১৮ শতাংশ, পুরুলিয়ায় তুলনায় কম, ১৪.৬৬ শতাংশ ভোট পড়ে প্রথম ২ ঘণ্টায়। ইভিএম বিভ্রাটের জেরে পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভার পুঞ্চাতেও ভোট শুরুর নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘন্টা বিঘ্নিত হয় ভোটদান পর্ব। কাঁথি দক্ষিণ কেন্দ্রের মাজনা হাই মাদ্রাসা বুথে ভোট দিয়ে বেরিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ভোটাররা। তাঁদের অভিযোগ, সব ভোট পড়ছে বিজেপিতে। তৃণমূলে ভোট দিলেও তা যাচ্ছে বিজেপির প্রতীকেই। সেখানে ভোট বন্ধ থাকে। দেড় ঘণ্টা পর ইভিএম পালটে নতুন করে শুরু হয় ভোটগ্রহণ।

এদিন সাড়ে ১০টা নাগাদ ভোটের হার নিয়ে কমিশনের ভূমিকায় ক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, কাঁথি দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে (২১৬) ও কাঁথি উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে(২১৩) সকাল ৯ টা ১৩ নাগাদ ভোটের হার যথাক্রমে ১৮.৪৭ু এবং ১৮.৯৫ু ছিল। ৪ মিনিট পরে ভোটদানের হার হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১০.৬০ু এবং ৯.৪০ু-এ। বেলা ১১টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে তণমূল কর্মীরা ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ করেন বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মীরা ভোটযন্ত্রে তৃণমূলের প্রতীকযুক্ত স্লটের উপরে রং প্রয়োগ করছিলেন বলে অভিযোগ।

শিলচর রেডক্রস সোসাইটিকে ভূ-মাফিয়া কালোবাজারিদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার আর্জি মেম্বারস ফোরামের

শিলচর (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক ও অরাজনৈতিক সংস্থা শিলচর রেডক্রস সোসাইটিকে ভূমাফিয়া কালোবাজারিদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার আর্জি জানিয়েছে রেডক্রস মেম্বারস ফোরাম। এছাড়া নির্বাচনের প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভোটের রাজনীতির আঙিনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বিস্ফোরক এই অভিযোগ তুলেছেন ফোরামের মুখ্য সংযোজক শংকর দে।

সংবাদ মাধ্যমকে শংকর দে জানান, রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণ করতে অসাংবিধানিকভাবে রেডক্রসের সম্পাদক পদ আঁকড়ে ধরেছেন শিলচরে বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা। শিলচর রেডক্রসের ইতিহাসে বিগত দিনে এ-ধরনের ঘটনা কখনও ঘটেনি। শংকর দে বলেন, দীপায়ন চক্রবর্তী ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে নির্বাচনি আচরণ বিধি উপেক্ষা করে শিলচর রেডক্রসকে ভোটের রাজনীতির আঙিনায় ব্যবহার করছেন। ২০১৭ সালে রেডক্রসের নির্বাচনে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান শংকর দে আরও বলেন, মিথ্যা কথাকে বারংবার বলে নির্বাচনি কৌশল অবলম্বন করছেন স্বঘোষিত সম্পাদক দীপায়ন চক্রবর্তী। শিলচর রেডক্রসকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করছেন তিনি। শংকর বলেন, রেডক্রসের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ তিন বছর হলেও রহস্যজনক কারণে গত পাঁচ বছর থেকে রেডক্রসের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়নি। অথচ, প্রত্যেক বছর চারবার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আয়োজনের নিয়ম। কিন্তু দীপায়ন চক্রবর্তী নানা টালবাহানায় রেডক্রসের সভা এবং এজিএম এড়িয়ে চলেছেন। সভার দিন ধার্য করার পর তিনি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি ও অন্যান্য স্থানে রয়েছেন বলে নিজের ঠিকাদারি ব্যবসায়িক ব্যস্ততা দেখিয়ে সভা এড়িয়ে চলেন। শাসকদলের দাপট খাটিয়ে ভোটের স্বার্থে রেডক্রসকে ব্যবহার করছেন দীপায়ন। বলেন, যে কয়েকটি সভা হয়েছে সেই সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই রেডক্রসের ইতিহাসে দীপায়নকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সম্পাদক আখ্যায়িত করে তাঁর অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য দু-বছর পর ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি, বলেন শংকর দে।

তিনি বলেন, রেডক্রসকে কুক্ষিগত করে রাজনীতি করার অভিপ্রায়ে নতুন সদস্যভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন দীপায়ন চক্রবর্তী। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, রেডক্রসের জমি দখল করে কম টাকায় লিজ নিয়ে মদের দোকান সহ হোটেলের ব্যবসা করা হচ্ছে। রেডক্রসের এএনএম তহবিল থেকে অন্তত তিরিশ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। বলেন, অতীতে রেডক্রসের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কখনও ব্যক্তিস্বার্থে এই সোসাইটিকে ব্যবহার করেননি।

শংকর দে বিস্ময় ব্যক্ত করে বলেন, সংগ ইতিহাসে ব্যর্থতম সম্পাদক দীপায়ন চক্রবর্তীকে নিয়ে নির্বাচনি জনসভায় প্রচারে সোসাইটির কর্মসূচি নিয়ে দীপায়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাংসদ রাজদীপ রায়, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তবে যোগী আদিত্যনাথ শিলচর রেডক্রস সম্পর্কে কিছু জানার কথা নয়, তাঁকে যেভাবে বলা হয়েছে তা-ই বলেছেন তিনি। আদিত্যনাথকে মিথ্যা বুঝিয়ে তোতাপাখির মতো শিখিয়ে দেওয়া বক্তব্য পেশ করাতে বাধ্য করা হয়েছে। শংকর বলেন, এতে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের দূরদর্শিতা প্রশ্ন চিহ্নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গল্পের গরু গাছে চড়ার মতো রন্ধন গ্যাসের কালোবাজারি ও প্রতারণার অভিযোগে আদালতে ফৌজদারি মামলার অভিযুক্ত দীপায়ন চক্রবর্তীকে বিজেপির মতো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল কী করে শিলচরে প্রার্থী করেছে তা নিয়ে সংশয় উস্কে দিয়েছেন শংকর দে।

ফোরামের মুখ্য সংযোজক শংকর দে বলেন, ভোটের স্বার্থে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে বিগতদিনে রেডক্রসকে কেউ ব্যবহার করেননি। কিন্তু দীপায়ন চক্রবর্তী ভোটের স্বার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অরাজনৈতিক সংস্থা ঐতিহ্যবাহী শিলচর রেডক্রসকে ব্যবহার করছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিঙের রাজ্যসভার সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত এক কোটি এবং অন্যান্য অনুদানের আরও পঞ্চাশ লক্ষ মিলে মোট দেড় কোটি অনুদানের টাকায় পর পর তিনবার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু দেড় কোটি টাকায় নির্মিত ভবন পাঁচ বছরেও ব্যবহার করা হচ্ছে না। কার্যনির্বাহী সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও দীপায়ন চক্রবর্তীর একগুঁয়েমি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে রোগীরা চিকিৎসায় এসে ক্যাবিন পাচ্ছেন না। শিলচর রেডক্রসের আজীবন সদস্য সহযোগী সদস্যরা হয়তো বিষয়টি জানেন না। শংকর দের বিস্ফোরক বক্তব্য, রেডক্রসে অবৈধ ব্যবসায়ী সিন্ডিক্যাটের কুদৃষ্টি পড়েছে। রেডক্রসের জমির ওপর দীপায়ন চক্রবর্তী সহ আরও কয়েকজনের দৃষ্টি পড়েছে। রেডক্রসের জমির ওপর কম টাকায় হোটেল, পানশালা (মদের বার) বানিয়ে সিন্ডিক্যাটের ব্যবসা করছেন দীপায়ন চক্রবর্তীরা। এছাড়া গ্যাস কেলেংকারি প্রতারণা মামলায় জড়িত বলে অভিযুক্ত দীপায়ন চক্রবর্তীকে কীভাবে কেন প্রার্থী করেছে বিজেপি তা তাঁর বোধগম্য হয়নি বলে খেদ ব্যক্ত করেছেন শংকর দে। এ-ধরনের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে ইভিএম-এ উপযুক্ত জবাব দিতে শিলচরের সচেতন ভোটারদের কাছে আহ্বান জানান শংকর।

তিনি বলেন, ব্যর্থ সম্পাদক দীপায়ন চক্রবর্তীর অনৈতিক গতিবিধির জন্য অনেকাংশে চাপের মুখে পড়ে বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক রেডক্রস থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। এতে রেডক্রস আর্থিক দূরবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। দীপায়ন চক্রবর্তীর ব্যর্থতার দরুন রেডক্রস সোসাইটির প্রশাসনিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। তাই শিলচর রেডক্রসকে ভূ-মাফিয়া কালোবাজারিদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার আর্জি জানিয়েছেন রেডক্রস সোসাইটি ফোরামের মুখ্য সংযোজক।

যাবতীয় অপকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রেডক্রসের পদ থেকে দীপায়ন চক্রবর্তী সহ অনৈতিক কমিটিকে বাতিল করে তাঁদের বহিষ্কারের জন্য জেলাশাসক তথা রেডক্রসের চেয়াম্যান কীর্তি জল্লির কাছে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান রেডক্রস মেম্বারস ফোরামের মুখ্য সংযোজক শংকর দে।

শালবনিতে আক্রান্ত সুশান্ত ঘোষ গাড়ি ভাঙচুরে অভিযুক্ত তৃণমূল

শালবনি (পশ্চিম মেদিনীপুর), ২৭ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটেই উত্তেজনা ও হিংসা! পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনিতে আক্রান্ত হলেন সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থী সিপিএমের সুশান্ত ঘোষ, হামলার হাত থেকে রেহাই পায়নি সংবাদ মাধ্যমও। শালবনির ছোটতারা গ্রামের ঘটনা। শনিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছোটতারা গ্রামে বুথের সামনেই বিক্ষোভের শিকার হন শালবনির সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থী সিপিএমের সুশান্ত ঘোষ। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় তাঁর গাড়ি। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও, শালবনির তৃণমূল প্রার্থী শ্রীকান্ত মাহাতোর দাবি, কোথাও কারও উপর কোনও রকম হামলা করেনি তৃণমূল।

অভিযোগ, সুশান্ত ঘোষ যখন বিক্ষোভের শিকার হন সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও নিরাপত্তাকর্মী বুথের বাইরে ছিলেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মরত জওয়ানরা ছিলেন বুথের ভিতরে। সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে যে দু'জন পুলিশকর্মী ছিলেন, তাঁরা তাঁকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যান। ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। তাণ্ডবের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। হামলার হাত থেকে রেহাই পায়নি সংবাদ মাধ্যমও। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে চুরমার হয়ে যায় সংবাদমাধ্যমের গাড়ি। আহত হন সাংবাদিক এবং চিত্রগ্রাহকরাও। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শনিবার সকালে এই হামলার আগেই সরব হয়েছিলেন সুশান্ত ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, শালবনির বিভিন্ন বুথে বসতে দেওয়া হয়নি তাঁদের এজেন্টদের। সংবাদমাধ্যমের কাছে শালবনি কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থী সুশান্তর অভিযোগ, বেশ কিছু দিন ধরেই তাঁদের এজেন্টদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। যাতে তাঁরা কাজ না করেন। ফলে বুথে বুথে এজেন্ট দিতে তাঁদের সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। এমনকি, বাইরে থেকেও লোক এনে এজেন্ট নিয়োগ করতে হয়েছে বলে দাবি সুশান্তর।

দিদিমণি ভেঁ হয়ে যাবে কড়া ডোজ ফাইন ডোজ আছে : শিশির অধিকারী

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : বোতাম টিপলে অন্য দলের ঘরে ভোট যায় না বলে দাবি করলেন সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপি-তে যোগ দেওয়া সাংসদ শিশির অধিকারী। সেই সঙ্গে বলেন, “দিদিমণি ভেঁ হয়ে যাবে। কড়া ডোজ, ফাইন ডোজ আছে।“

ইভিএম নিয়ে তো শনিবা জায়গায় জায়গায় অভিযোগ? শিশিরবাবুর দাবি, “২০১১ সালে আমি নিজে কমপ্লেন করেছিলাম বোতাম টিপলে সিপিএমে ভোট যাচ্ছে। আসলে ভিরমি খেয়েছিলাম। আসলে ওটা হয় না। হই হই করে যা করল সেটা ঠিক নয়।“

সৌমেন্দু অধিকারী তাঁকে কেন্দ্রীয় বাহিনী সুরক্ষা দিতে পারেনি বলে অভিযোগ আনছে। অথচ এই বাহিনীতেই তো আস্থা রাখতে গিয়েছে বিজেপিকে। কী বলবেন? প্রবীন সাংসদের জবাব, ‘‘আমি বলছি মদ, মাংস সাপ্লাই করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে।কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যাদের গাইড করার কথা। তারা জানে না।“

তৃণমূল রিগিংয়ের পাল্টা আপনাদের স্ট্র্যাটেজি কী?

শিশিরবাবু বলেন, ‘‘রামনগরে স্বদেশের ওখানে পুলিশ ছাপ্পা মারছে। ওদের আশা এটা, আগেও করেছে। আমরা যা জানি তা কেউ জানেনা।

দিদিমণি ভেঁ হয়ে যাবে। কড়া ডোজ, ফাইন ডোজ আছে। ইঞ্জেকশন দেব।“তৃণমূলের সঙ্গে এতটা দূরত্ব কেন তৈরি করলেন? শিশিরবাবু বলেন, “আমি গদ্দারদের জ্যাঠ্যা? উনি তো আমায় দাদা বলে আসতেন এতদিন সমস্ত ক্রিয়ার, বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। মেজো ছেলে সাত জেলার অবজারভার ছিল। যাদের চা খাওয়ার পয়সা ছিল না, তারা পাড়ায় পাড়ায় হেলিকপ্টারে করে ঘুরছে। একটা ক্যাসেট বানিয়েছে, সেটা বেআইনি। বাপের ব্যাটা হলে আমার সামনে বাজা। এদের সাহস আছে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করার। চ্যালেঞ্জ তো ডেফিনেটলি করছে। ইসিকে দেখব দ্বিতীয় ফেজ থেকে।“

শনিবার আগরতলায় মহাকরণ কর্মচারী সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি নিজস্ব।

বিশালগড়ে ফের দূর্ঘটনা অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ মার্চ।। আবারো যান দুর্ঘটনা ঘটলো বিশালগড় থানাধীন সিপাহীজলা এলাকায়। জানা গেছে টি আর ০১এ এফ ১৭৬৩ নম্বরের একটি মাল বোঝাই ট্রাক সিপাহীজলা এলাকায় দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে উল্টে যায়। ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই গাড়ির চালক এবং সহ চালক দুজনেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনার প্রত্যক্ষ করতে পেরে স্থানীয়রা বিশালগড় থানায় খবর পাঠায়। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। জানা গেছে গাড়িটির অতিরিক্ত পণ্য বহন এবং দ্রুতগতিতে আসার কারণেই এই দুর্ঘটনা। কেউ কেউ দাবি করছে গাড়ির চালক মদ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনা। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে গাড়ির ভেতরে থাকা মালামাল এবং গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনার পর সিপাহীজলা এলাকায় রাস্তার দুদিকে অনেক গাড়ি আটকে যায়। বিশালগড় থানার পুলিশ এসে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করে দেয়। এই ঘটনায় গাড়ি চালক এবং যাত্রীদের মাঝে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। আজ সন্ধ্যায় প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এই সাক্ষাৎকালে প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার উপকমিটির কনভেনার জয় শঙ্কর গুপ্তা, সদস্য কমল এন নারাং এবং প্রদীপ জৈন উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আজ দুপুরে রাজ্য অতিথিশালায় রাজ্যের সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও প্রতিনিধিদলটি মিলিত হন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ মার্চ।। গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে খুন এক ব্যক্তি-ঘটনা পূর্ব গকুলপুর। শুক্রবার রাতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানাধীন পূর্ব গকুলপুর রবি দাস কলোনী এলাকায়। গতকাল রাতেই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। অভিযুক্ত পলাতক। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা পূর্ব গকুলপুর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রাতে রাধাকিশোরপুর থানাধীন পূর্ব গকুলপুর রবি দাস কলোনী এলাকায় আলেক মিয়াকে বাড়ির উঠোনে গাছের ডাল দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে হত্যা করে তারই শ্যালক। রাতেই খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ কে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান। অভিযোগের তীর তারই শ্যালক ফরিদ মিয়ার বিরুদ্ধে। তবে অভিযুক্ত শ্যালক ফরিদ মিয়া পলাতক বলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি।। এদিকে এই বিষয়ে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জানান উনি ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না। উনার মেয়ের ডেলিভারির জন্য হাসপাতালে ছিলেন তাই উনি এই বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না। স্থানীয়রাও এই বিষয়ে তেমন মুখ খুলতে নারাজ। যার ফলে কি কারনে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। খবর লেখা অব্দি পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ জার্নালিস্টস ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল আজ রাজ্য সফররত প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার তিন সদস্যদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলকে নিহত দুই সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক ও শান্তনু ভৌমিকের বিচার প্রক্রিয়া তরান্বিত করা ও প্রকৃত আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানানো হয়। এছাড়া এই ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সক্রিয় হস্তক্ষেপও দাবী করা হয়েছে। রাজ্যের সাংবাদিকদের সর্বশেষ াবস্থা, কাজের পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবহিত করা হয়। সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে একটি আইন প্রণয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার কাছে দাবী জানিয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সম্পাদক ও সভাপতি।

স্কুল পড়ুয়াদের পরিবহণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। কেন্দ্রীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এবং ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে আজ হাপানিয়াস্থিত টিআইডিসির অডিটরিয়ামে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক স্কুলপড়ুয়াদের পরিবহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ, পুলিশ একাউন্টিবিলিটি কমিশনের চেয়ারম্যান এস সি দাস, ট্রাফিক পুলিশের পুলিশ সুপার শর্মিষ্টা চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা কেশব কর সহ অন্যান্যরা। আলোচনাসভায় বক্তারা সুপ্রিম কোর্টে সাম্প্রতিক স্কুল ছাত্র পরিবহণ সংক্রান্ত নিয়ামাবলীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে আলোচনা করেন, উত্তর পূর্ব রাজ্য বিষয়ক আধিকারী পরেশ শাহ।

সিআরপিএফ জওয়ানের

● প্রথম পাতার পর

সাহস যুগিয়েছেন। আজ নিজে স্বামীকে হারিয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাই, তাঁর বীরত্বকেও আমি প্রণাম জানাই, বলেন তিনি। সাংসদ ভৌমিকের কথায়, আমাদের রাজ্যের ছেলেরাও দেশের সেবায় নিজেদের প্রানাহুতি দিচ্ছেন। রাজ্য থেকে আরও অনেক ছেলেমেয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন ওই প্রত্যাশা রাখেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শহীদ জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। বীর শহীদকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। তিনি বলেন, শহীদ জওয়ান মঙ্গরাম দেববর্মা স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই। তিনি বলেন, দুঃখের সময় সমগ্র রাজ্য এবং গোটা দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ শহীদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন। সাথে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আরও কীভাবে তাদের সহায়তা দিতে পারে তা ভেবে দেখা হবে। সঠিকভাবে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-এ ত্রিপুরা সরকার সর্বোতভাবে পাশে দাড়াবে। কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের লোকজন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সময়মতো পাওয়ার জন্য-ও ত্রিপুরা সরকার পাশে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, জঙ্গিদের এ-ধরনের ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপ কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেক আগেই বার্তা দিয়েছেন। তাই জওয়ানের রক্তের হিসেব নেওয়া হবে। তিনি ওই ঘটনায় তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন।

এদিকে, আজ শহীদ জওয়ান মঙ্গরাম দেববর্মা-র মরদেহ তেলিয়ামুড়া মহকুমায় সাত মাইল এলাকায় পৌঁছানোর পর স্থানীয় জনগণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা মিছিল করে তৈদু দক্ষিণ সমতল পাড়া এলাকায় নিয়ে গেছে। রাজ্য জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক-এ আবেগতাড়িত হয়ে পরেন। অনেক কষ্টে তিনি চোখের জল আটকে রেখেছেন, যা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

বীর শহীদ জওয়ানের নিথর দেহ কফিনবন্দি হয়ে শনিবার পৌঁছাল গোমতী জেলার তৈদু থানার অধীন রাম বাবু পাড়ার নিজ বাড়িতে। কফিন বন্দী নিথর দেহ এলাকায় পৌছতেই গোটা এলাকা জুড়ে কান্নার রোলে আকাশ বাতাস সর্বত্র ভারী হয়ে ওঠে।

এলাকার যুবকরা বাইক রেলী করে বড়মুড়া থেকে প্রথমত নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া তে। সামনে তেলিয়ামুড়া মারুতি সিন্ডিকেটের সামনে বীর শহীদ জওয়ান মঙ্গরাম দেববর্মার নিথর দেহে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। পরে কফিনবন্দি দেহ তৈদু থানাধীন রামবাবু পাড়ায় শহীদ জওয়ানের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। শহীদ জওয়ানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা এবং শোকার্ত পরিবারবর্গ কে সমবেদনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, অম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সিন্ধু চন্দ্র দেববর্মা, আই.জি.পি ত্রিপুরা সেক্টর সি.আর.পি.এফ সৎপাল রাওয়াত, ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট রাজেশ যাদব, ডি .আই .জি. পি- সি.আর.পি.এফ মোহাম্মদ ইমরান মল্লিক,৭১ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট এ.কে.ভারতী সহ বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গরা।

সেখানে বীর শহীদ জওয়ান মঙ্গ রাম দেববর্মার প্রতি পুষ্প এবং পুষ্পস্তবক প্রদান করে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের গার্ড অফ অনার এবং গান স্যালুট দিয়ে অন্তিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে খ্রিস্টান ধর্ম মতে বীর শহীদ জাওয়ান মঙ্গ রাম দেববর্মার নিথর দেহ সমাধি করা হয়। মৃত্যুকালে বীর শহীদ জাওয়ান মঙ্গ রাম দেববর্মা রেখে যান দুই কন্যা, এক পুত্র, স্ত্রী সহ বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়-পরিজনদের।

চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

জীবনসংগ্রাম চালিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে বাবার বাড়িতে।

পরবর্তী সময়ে শনিবার মধুপুর থানায় বিভিন্ন অভিযোগ এনে গৃহবধূ শিখা রানী দাস তার স্বামী হরি লাল দাস ,দুই বোন মোহন বাঁশি দাস এবং প্রমিলা দাস এবং ননদের জামাই সাধন দাস এবং পরিমল দাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। যদিও ইতিমধ্যে মামলা হাতে নিয়ে মধুপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর শুভ্রজিত দেব অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে তৎপরতা শুরু করেছেন। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ইস্তহারে

● প্রথম পাতার পর

দিল্লি, শিলং, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইতে ত্রিপুরা ছাত্রাবাস করার চেষ্টা করা হবে। খুমলুঙে একটি ফুটবল অ্যাকাডেমি স্থাপন করা হবে।

তাঁর কথায়, বর্তমান এডিসি-কে অধিক ক্ষমতার সঙ্গে তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হবে। এডিসি এলাকায় মার্শাল আর্টস অ্যাকাডেমি গঠন করা হবে। তিনি বলেন, জনজাতিদের পরম্পরাগত চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তার, সংকলন ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের উদ্যোগ নেবে নতুন কাউন্সিল। প্রতিটি সাব-জোনাল এলাকায় জনজাতিদের পোশাক ও বুনন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। জুম উৎপাদিত ফসলকে অর্গানিক ফুড হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

তিনি বলেন, এডিসি-র জন্য পৃথক নিয়োগ নীতি তৈরি করা হবে। নতুন কাউন্সিল বাঁশবেতের প্রশিক্ষণ এবং বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করবে। এডিসি-তে ভাষা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। তাঁর দাবি, এডিসি-তে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। যে সমস্ত জনজাতির টিনের ঘর রয়েছে তাঁদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের বন্দোবস্ত করা হবে। শুধু তা-ই নয়, এডিসি এলাকার সমস্ত কাঁচা রাস্তাকে পাকা রাস্তায় পরিণত করা হবে।

তিনি জোর গলায় বলেন, এডিসি এলাকায় বিদ্যুতায়ন, পানীয় জল সরবরাহ এবং সোলার লাইট প্রদানের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে। সাথে ২০টি মডেল ভিলেজ স্থাপন করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এডিসি এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী রবার মিশন প্রকল্পে জনজাতিদের রবার চাষে সহায়তা করা হবে।

প্রসঙ্গ

● প্রথম পাতার পর

বাস্তবায়ন যেন বিলম্বিত না হয় প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন বলেও জানান ইহসানুল করিম।

বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, কৃষিমন্ত্রী মহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের পক্ষে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার অজিত কুমার দোভাল, বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রীংলা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী উপস্থিত ছিলেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

বাড়ির লোকজনেরা অবশেষে দুপুরে বাড়ি থেকে তিনশ মিটার দুরে ধনকুমার পাড়ার হটিকালচার পুকুর সংলগ্ন স্থান থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। পুকুরে মাছ ধরতে এসে মৃতদেহ দেখে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় লোকজনদের। স্থানীয় লোকজনেরা ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ চিনতে পেরে খবর দে বাড়ির লোকজন ও পুলিশকে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ খবর দেওয়া হয় ডগ স্কোয়াড ও ফরেনসিক টিমকে।কী কারনে , কারা ? হত্যা করেছে সমস্ত বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্ক বিরাজ করছে বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে।

সংক্রমণ

● প্রথম পাতার পর

দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩০,৩৮৬ জন করোনা-রোগী। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১২,৯৫,০২৩ জন করোনা-রোগী (৯৪.৮৫ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৬২,২৫৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,১৯,০৮,৯১০-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬১,২৪০ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৪৭ জন (৩.৮০ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩১,৫৮১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ০৯ হাজার ৭৭৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৬,০৫,৩৩৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

জনগণ

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। খবর দেওয়ার পরও যথাসময়ে নার্সক বা স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর কাছে আসেনি বলে অভিযোগ।রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে এহেন স্বাস্থ্যপরিসেবা ঘিরে অন্যান্য রোগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।একাংশের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খামখেয়ালিপনার কারণেই এ ধরনের ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ।

ইঙ্গিত পাচ্ছেন মল্লিকার্জুনরা

● আটের পাতার পর

এমন-কি দলটির মূল প্রচার অভিযান থেকে ক্ষমতাসীন বিদ্যমান মুখ্যমন্ত্রী প্রায় অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। এছাড়া পরাজয়ের আগাম সংকেত পেয়ে বিজেপি এতটাই উদ্বিগ্ন যে 'গুজরাটি মামাও' স্বীকার করেছেন দলটি নাকি সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে আর সাফল্য আসবে বলে বিশ্বাস করেন না। তাই দল যদি একান্তই জয়লাভ করে তা-হলে কে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের জিজ্ঞাসা, ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীর চেহার সামনে রেখে বিজেপি কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না? প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের মুখকে সামনে রেখেই কংগ্রেস গত চারটি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ আমরা গৌরবের সঙ্গে প্রয়াত তরুণ গগৈ এবং তাঁর সরকারের সাফল্য প্রদর্শন করতে পারছিলাম। বিজেপি ১৮ শতাংশ অর্থাৎ বিদ্যমান ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে ১১ জনকে এবার দলীয় টিকিট থেকে বঞ্চিত করেছে। নিজেরা যে সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ সে-সব প্রতিশ্রুতিগুলির স্মৃতি অসমের জনসাধারণের মন থেকে দলটি মুছে ফেলতে চাইছে।

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা বলেন, অপশক্তি, বিদ্বেষ ছড়িয়ে অসমের গৌরব ও স্বাভিমানের ওপর দল যে মোক্ষম আঘাত করেছিল তার পরিণতিতেই জন্ম নিয়েছিল কা-বিরোধী প্রতিবাদ। তাপ পর বিজেপি এবার আবার অসমিয়া গৌরব এবং পরিচয়কে পদদলিত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তিনি বলেন, গুজরাটি মামা বলেন, অসমের নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার নামমাত্রও জ্ঞান নেই এমন দুই ব্যক্তি নাকি সিদ্ধান্ত নেবেন, কে অসমকে নেতৃত্ব দেবেন, যদি দলটি জয়লাভ করে।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস প্রদত্ত পাঁচটি গ্যারান্টির প্রতি জনতার বিশ্বাস ও আশার জন্য বিজেপি যেহেতু চরম পরাজয়ের পূর্বাভাস পাচ্ছে, সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী বিজেপির মিত্রজোটের অন্যতম শরিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল) প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছে। তাই উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর আত্মসমর্পণকারী ক্যাডারদের নাকি স্বঘোষিত পূর্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থলসেনা এবং আধা-সামরিক বাহিনীতে চাকরি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আঞ্চলিক দলটি। তাঁর জিজ্ঞাসা, কী করে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলিতে চাকরি দেবে প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে? হতাশায় ভুগে মানুষকে ভোটের জন্য এ-ধরনের বিভ্রান্ত করার মতো কাজই হল তাদের একটি উৎকৃষ্ট পরিচয়। এ ব্যাপারে বিজেপি কেন নীরব?

এই সব ঘটনাক্রম একটি মাত্র সত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে, বিজেপি পরাজয় স্বীকার করে এখন মুখলজ্জা থেকে হাত ধোয়ার চেষ্টা করছে। মল্লিকার্জুন বলেন, এবারের নির্বাচন হলো কংগ্রেসের গ্যারান্টি বনাম বিজেপির অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতির লড়াই।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায়

● আটের পাতার পর

প্রয়োগ করে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়ে দিলেন, 'একমাত্র বিজেপিই আত্মবিশ্বাসী।' দিলীপের সংযোজন, 'জোটের কোনও খোঁজখবর নেই। দিদির আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে।' শনিবার প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম বিধানসভায়। ওই কেন্দ্রের কুলিয়ান গ্রামে বাড়ি দিলীপের। শনিবার ভোটদানের আগে পুজো দেন দিলীপ। তারপর নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দেওয়ার পর দিলীপ জানিয়েছেন, 'এক মাত্র বিজেপি-ই আত্মবিশ্বাসী। জোটের কোনও খোঁজখবর নেই। আর দিদি এর আগে ৩০টি আসনের মধ্যে ২৭টি জিতেছিলেন। কিন্তু দিদির আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে।”

শনিবার প্রথম দফার ভোটের তালিকায় রয়েছে মেদিনীপুর শহরও। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী জুন মালিয়া। শনিবার সকালে মন্দিরে পুজো দিয়েই মাতালডাঙার ভোট কেন্দ্রে যান তিনি। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, “আপাতত ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নেই চলছে। কোথাও তেমন বড় কোনও অশান্তির খবর নেই। আমায় বুথে দেখলে আমার ভোটাররা উৎসাহিত হবেন। সেই কারণেই সকাল থেকে বেরিয়েছি। সাধারণ মানুষের উপর আমার আস্থা আছে।”

এদিকে, শনিবার ভোটের অনিয়ম নিয়ে নির্বাচনে কমিশনে অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, ভোটদাতাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। শালবনিতে আক্রান্ত হয়েছেন জোট প্রার্থী। প্রদীপবাবুর দাবি, এত বাহিনী আসছে। কি করছে তারা? শান্তিপুর্ণ ভোট তাহলে গল্পকথা। বিডিও বা এসডিও অফিসে নয়। যেতে হবে অকুস্থলে। টেলিফোনে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। সাধারন মানুষ ভোট দিতে চান। তবে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের নাম বলেননি প্রদীপবাবু।

এক দশক বাদে ভোট দিয়ে খুশি ছত্রধর মাহাতো। শনিবার ভোট দিয়ে ছত্রধর মাহাতো বলেন, ”১০ বছর পর ভোট দিয়ে নতুন ভোটার মনে হচ্ছে নিজেকে।”

উল্লেখ্য, শনিবার সকাল সাতটা থেকে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হয় পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলায়, এই পাঁচটি জেলা হল-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া। ঝাড়গ্রাম ছাড়া সব জেলাতেই আংশিক ভোটগ্রহণ প্রথম দফায়। এই পাঁচ জেলার মোট ৩০টি আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরাতে ভোট শুরু হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর, গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর কেন্দ্রেও নির্বাচন শুরু হয়েছে এই দফায়। ঝাড়গ্রামের বিনপুর, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রেও ভোট শুরু হয়েছে শনিবার। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি, বলরামপুর, বান্দোয়ান, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পারা ও রঘুনাথপুর কেন্দ্র এবং বাঁকুড়ার রাইপুর, রানিবাঁধ, ছাতনা ও শালতোড়া কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ চলছে প্রথম দফাতেই। সকাল থেকেই পাঁচটি জেলার বিভিন্ন পোলিং বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। ”বিপুল সংখ্যায়” ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে অনুরোধও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপাতদৃষ্টিতে ভোট ত্রিমুখী হলেও, এই ভোটে তৃণমূলের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তৃণমূল ও বিজেপির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বাম-কংগ্রেস-সিদ্দিক জোট। প্রথম দফার ভোটে মোট ১০ হাজার ২৮৮ টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকা বলে চিহ্নিত অঞ্চলগুলিতেও এই দফাতেই নির্বাচন হচ্ছে। সেই কারণে আলাদা করে নিরাপত্তার দিকে নজর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার নির্বাচনে রাজ্যে বুথে বুথে মোতায়েন করা হয়েছে ৬৫৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, এই দফার ভোটে মোট ১২ হাজার রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার যে আসনগুলিতে ভোটগ্রহণ চলছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি আসনে যেমন হেভিওয়েট প্রার্থী রয়েছেন, তেমনই বেশ কয়েকজন তারকা প্রার্থীরও অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির কারণেই এ বার ভোটগ্রহণের সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন।

াঙ্গন

রাহুলের অদ্ভুত উদযাপনের পেছনের গল্প

ক্রিকেটে বিচিত্র সব উদযাপন নানা সময়েই দেখা গেছে। সেসবে যোগ হলো নতুন আরেকটি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে লোকেশ রাহুলের উদযাপন ঝড় তুলল আলোচনার। রাহুল নিজেই পরে জানালেন অমন উদযাপনের কারণ। পুনেতে শুক্রবার ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরির পর ওই উদযাপন করেন রাহুল। ব্যাট-হেলমেট উঁচিয়ে ধরার প্রথাগত উদযাপন তো ছিলই। সঙ্গে হেলমেটে আঁকা প্রতীকে চুমু দেওয়া। এরপরই চমকে দেন রাহুল। ব্যাট-হেলমেটে মাঠে ফেলে দুই হাত কানের পাশে রেখে, চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ধ্যানমগ্নের মতো। পরে টিভি সাক্ষাৎকারে রাহুলকে উদযাপনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি খোলাসা করেন কারণ। "এটা হইচই থামিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে অসম্মান করার জন্য নয়। ক্রীড়াবিদ হিসেবে আমরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করি, দিন-রাত খেটে যাই। তার পরও এমন লোক থাকে, যারা টেনে নিচে নামাতে চায় ও সমালোচনা করে। এমন অনেক কিছু বলে, কখনও কখনও তা এড়িয়ে যাওয়া কিংবা না দেখা বা না শোনা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্যই এটি একটি বার্তা যেন কথাবার্তা বন্ধ হয়।" রাহুল ইঙ্গিত করেছেন তার ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে সমালোচনাকারীদের দিকে। ওয়ানডে সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন এই ব্যাটসম্যান। চার ম্যাচে করেন মাত্র ১৫ রান, দুটিতে আউট হন শূন্য রানে। পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে জায়গা হারান একাদশে। ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই অবশ্য রানে ফেরেন। গত মঙ্গলবার দলের জয়ে খেলেন ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস। তবে তিনি অপেক্ষা করছিলেন আরও বড় ইনিংসের। সেঞ্চুরির পর বুঝিয়ে দিলেন সেটিই।

মেসির সঙ্গে অনেক বছর খেলতে চাই: পিয়ানিচ

বার্সেলোনায় সময়টা ভালো কাটছে না মিরালেম পিয়ানিচের। একাদশে পাকা করতে পারেননি নিজের জায়গা। ইদানিং বদলি নামারও সুযোগ মিলছে না। নিজেকে মেলে ধরে নিয়মিত হতে চান একাদশে, সঙ্গে আরও অনেক বছর খেলে যেতে চান লিওনেল মেসির পাশে। বার্সেলোনা অধিনায়কের চুক্তির মেয়াদ শেষ এই মৌসুমেই। এখনও তার ভবিষ্যত নিয়ে নিশ্চিত কোনো খবর আসেনি। সম্প্রতি স্প্যানিশ পত্রিকা মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিয়ানিচ জানান, বার্সেলোনাতেই মেসি দেখতে চান তিনি। "লিওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অসাধারণ। আমার সঙ্গে লিও অনেক কথা বলেন, পরিবেশ সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন শুরু থেকেই তিনি আমার দিকে নজর রাখছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন।" "তিনি অসাধারণ। ফুটবলার হিসেবে তার মতো আমরা আর কাউকে দেখব না। আমি জানি না তিনি কী করবেন (বার্সেলোনায় থাকবেন কি-না) তবে আমি আরও অনেক বছর তার পাশে খেলে যেতে চাই।" চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বার্সেলোনার হয়ে ২০ ম্যাচ খেলেছেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মিডফিল্ডার পিয়ানিচ।

শেষ ২ ম্যাচেও র‍্যাশফোর্ড ও সাকাকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের পরের দুই ম্যাচে স্ট্রাইকার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও উইঙ্গার বুকায়ো সাকাকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড। চোটের কারণে দল থেকে তাদের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি শুক্রবার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামী রোববার স্বাগতিক আলবেনিয়ার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। তিন দিন পর গ্যারেথ সাউথগেটের দলের প্রতিপক্ষ সফরকারী পোল্যান্ড। পায়ের সমস্যার কারণে গত রোববার লেস্টার সিটির বিপক্ষে এফএ কাপে হারা ম্যাচে র‍্যাশফোর্ডকে পায়নি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। জাতীয় দলের ক্যাম্পে থাকলেও গত বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্যান ম্যারিনোর বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৫-০ গোলে জয় পাওয়া ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার ক্লাব ইউনাইটেডে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন বলে জানানো হয়েছে। স্যান ম্যারিনো ম্যাচে ছিলেন না হ্যামস্ট্রিং চোটে ভোগা আর্সেনাল ফুটবলার সাকাও। লন্ডনের ক্লাবটিতেই তিনি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। স্যান ম্যারিনো ম্যাচের আগেই
এই দুজনকে নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন সাউথগেট। এছাড়া চোটের কারণে দলটির বাইরে আছেন লিভারপুল মিডফিল্ডার জর্ডান হেন্ডারসন, অ্যাস্টন ভিলা মিডফিল্ডার জ্যাক গ্রিলিস ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ফরোয়ার্ড জেডন স্যানচো।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত টেন্ডুলকার

শচিন টেন্ডুলকারের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। নিজের বাসায় কোয়ারেন্টিনে আছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শনিবার ৪৭ বছর বয়সী টেন্ডুলকার নিজেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান। কদিন আগে রোড সেফটি ওয়ার্ল সিরিজে খেলেন টেন্ডুলকার। তার নেতৃত্বে সাবেকদের এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতে ভারত। ভারতের রায়পুর থেকে ফিরে মৃদু উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করান তিনি। তাতে পজিটিভ ফল আসে। টেন্ডুলকার জানিয়েছেন, পরিবারের সবার পরীক্ষা করানো হয়েছে। বাকি সবারই নেগেটিভ ফল এসেছে।

চেক রিপাবলিকের বিপক্ষে নেই বেলজিয়ামের ৭ ফুটবলার

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চেক রিপাবলিকের বিপক্ষে ম্যাচে স্কোয়াডের সাত খেলোয়াড়কে পাচ্ছেন না বেলজিয়াম কোচ রবের্তো মার্তিনেস। 'ই' গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ সময় শনিবার রাত পৌনে দুইটায় প্রাগে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দলটি। জার্মানিতে বসবাসকারীদের চেক রিপাবলিকে ভ্রমণে কোয়ারেন্টিন বিধিনিষেধের কারণে সেখানে যাচ্ছেন না বুন্ডেসলিগায় খেলা পাঁচ জন। এছাড়া চোটে পড়েছেন ইয়ানিক কারাসকো ও টমাস ভারমালেন। পায়ের চোটে ভুগছেন আতলেতিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডার কারাসকো। আর গত বুধবার ওয়েলসের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়ের ম্যাচে হালকা চোট পান ভারমালেন।

বুন্ডেসলিগায় খেলা পাঁচ জন হলেন-হের্টা বার্লিনের দেদ্রিক বোইয়াতা, ভলফসবুর্গের কুন কাসতিলস, স্টুটগার্টের ওরেল মানগালা, বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের তমা মুনিয়ে ও তোরগ্যান আজার। আগামী বুধবার বেলারুশের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে তারা সবাই বেলজিয়ামে থাকবেন।

প্যারিস মাস্টার্স-র সেমিফাইনালে সাইনা

প্যারিস,২৭ মার্চ (হি.স.): অবশেষে ফর্মে ফিরছেন ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল। প্যারিস মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উঠলেন এই শাটলার। ইউএসএ-র আইরিস ওয়াংকে ২১-১৯, ১৭-২১, ২১-১৯ ফলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন সাইনা। এই টুর্নামেন্টের চতুর্থ বাছাই তিনি ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের পর প্রায় ২ বছর পরে কোনো টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছেন তিনি। এই টুর্নামেন্টে তিনি চ্যাম্পিয়নও হন। চোট-আঘাত, খারাপ ফর্ম সবকিছু নিয়ে রীতিমতো জেরবার হয়ে পড়েন এই কিংবদন্তি। চোটের কারণে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন সাইনা। অলিম্পিকের আগে সাইনার ফর্মে ফেরা রীতিমতো উৎসাহিত করবে ভারতীয় সমর্থকদের। ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলস ইভেন্টে তাঁর ও সিন্ধুর থেকেই পদকের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাই এই সময় তাঁর ফর্মে ফেরা খুশী করবে তাঁর ভক্তদের।

শুটিং বিশ্বকাপে ভারতীয় দুই শুটারের সোনা জয়

নয়াদিল্লি,২৭ মার্চ (হি.স.) : দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে ভারতীয় শুটারদের দাপট অব্যাহত। শনিবার ছিল ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল ইভেন্টের মিক্সড ডাবলস বিভাগের অল-ইন্ডিয়ান গোল্ড মেডেল ম্যাচ। আর সেই ইভেন্টে সোনা জিতে নিলেন টিন-এজ জুটি বিজয়বীর সিধু এবং তেজস্বনী। রুপো জিতলেন গুরপ্রীত সিং এবং অশোক অভিন্দ্য পাতিল। এদিন বিজয়বীর তেজস্বনীর পক্ষে ম্যাচের ফল ৯-১। তবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়িং রাউন্ডে টিন-এজ জুটিকে পিছনে ফেলে ৩৭০ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছিলেন গুরপ্রীত-পাতিল জুটি। আর ৩৬৮ পয়েন্ট ছিল সোনাজয়ী বিজয়বীর (১৮) এবং তেজস্বনীর (১৬) ঝুলিতে। কিন্তু মোক্ষম জায়গায় বাজি মেরে যায় টিন-এজ জুটি। এর আগে শুক্রবার পুরুষদের ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো জিতে নিয়েছিলেন বিজয়বীর সিধু। এদিন ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল ইভেন্টের মিক্সড ডাবলসে সোনা এবং রুপো জয়ের পর পদক তালিকায় পদকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৭। যার মধ্যে এদিন ১৩তম সোনা জিতলেন বিজয়বীর-তেজস্বনী জুটি।

আইপিএলের জন্য পাকিস্তান সিরিজে ছাড় পাবেন ডি ককরা

আইপিএলে চুক্তিবদ্ধ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পাকিস্তান সিরিজের মাঝপথে ছেড়ে দিবে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ওয়ানডের পর ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারবেন কুইন্টন ডি কক, কাগিসো রাবাদারা। পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু আগামী শুক্রবার। এরপর দুই দল খেলবে চারটি টি-টোয়েন্টি। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজটি শেষ হবে আগামী ১৬ এপ্রিল। এর আগেই আগামী ৯ এপ্রিল শুরু হয়ে যাবে আইপিএলের এবারের আসর। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো তাদের শুক্রবারের প্রতিবেদনে জানায়, ৪ এপ্রিল দ্বিতীয় ওয়ানডের পর আইপিএলে খেলতে ক্রিকেটারদের ভারতে যাওয়ার অনুমতি দিবে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। এবারের আইপিএলে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার আনরিক নরকিয়া ও রাবাদা খেলবেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে, কিপার-ব্যাটসম্যান ডি কক আছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে। বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলারকে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। আরেক পেসার লুঙ্গি এনগিডি চেন্নাই সুপার কিংসে। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কিছু ক্রিকেটার যেন দলের প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেন সেজন্য আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ভাড়া করা বিমানে তাদের আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিসিসিআইয়ের গাইডলাইন অনুসারে, চার্টার্ড ফ্লাইটে আসলে ক্রিকেটারদের জৈব-সুরক্ষা বলয়ে থাকা দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে বাধ্যতামূলক সাত দিনের আইসোলেশনে থাকতে হবে না। তবে, কমার্শিয়াল ফ্লাইটে ভ্রমণ করাদের এই নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ভারতে হতে যাওয়া ৫২ দিন ও ৬০ ম্যাচের এবারের আইপিএলে নেই কোনো 'হোম' ম্যাচ। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দিয়ে চেন্নাইয়ে শুরু হবে আসর।

প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিনিধি দল শনিবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ভোট পড়ল প্রায় ৮০ শতাংশ, আশাবাদী বিজেপি-তৃণমূল উভয়ে

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় শনিবার পাঁচটি জেলার ৩০ টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে এই সমস্ত আসনে গড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট হয়েছে। ৪৭ নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত পুরো রাজ্যে ৭৯.৭৯ শতাংশ ভোট হয়েছে। ভোটের হার দেখে আশাবাদী বিজেপি-তৃণমূল উভয় শিবির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে রাজ্যে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে যে ধরনের উতাহ দেখা গেছে তা শুভ লক্ষণ। রাজ্যের বাকি সাতটি ধাপে সেরা ভোটগ্রহণের প্রত্যাশা রয়েছে।

কমিশনের জারি করা বিবৃতি অনুসারে, বাঁকুড়া জেলায় সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত ৮০.০৩ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে, আর ঝাড়গ্রামে ৮০.৫৫ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৮০.১৬ শতাংশ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটের হার ছিল ৮২.৪২ শতাংশ। পুরুলিয়াতে ৭৭.১৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।

বিধানসভা কেন্দ্র অনুসারে, সবচেয়ে বেশি ভোট হয়েছে বাঁকুড়ার শালতোড়া বিধানসভায়। এখানে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ৮৫.২৫ শতাংশ লোক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে ৮৪.৪৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ কাঁথিতে ৮৩.৭৬ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় হিংসার খবর পাওয়া গেছে। এদিন ভোট শুরু হতেই ইভিএম বিভ্রাট। বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএমে যান্ত্রিক গোলযোগ। কোথাও বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ। শালবনির ১৭৯ নং বুথে ইভিএম, ভিভিপ্যাট খারাপ হওয়ায় সাময়িক বন্ধ থাকে ভোট। চন্দ্রকোণার বেশ কয়েকটি বুথে বিভ্রাট হয়। শনিবার সিপিএমের এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা ও এজেন্ট বসানোকে কেন্দ্র করে শালবনির শুইমাদহ প্রাথমিক স্কুলে তৃণমূল এজেন্টদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় সুশান্ত ঘোষের।সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ ও তাঁর উপর হামলার চেষ্টার দায়ে গ্রেফতার হল ৪ জন। কাঁথি এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল এবং তার চালককে মারধোর করা হয়েছে।

কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নামে মহিলারা জনগণকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে অভিযোগ। অনেক জায়গায় তৃণমূল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, আবার কয়েকটি জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে বুথ জ্যাম করার অভিযোগ উঠেছে।

পুরুলিয়ার তৃণমূল প্রার্থীর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি কোনও বিজেপি কর্মীকে গুলি করার হুমকি দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তলব করেছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অডিওও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে নন্দীগ্রামের স্থানীয় বিজেপি নেতাকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন তাকে জিততে সহায়তা করার জন্য। এবিষয়ে, বিজেপি দাবি করেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরাজয় নিয়ে চিন্তিত এবং এই ফোন সেই বার্তাই বহন করছে।

শনিবার প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট হচ্ছে ঝাড়গ্রামও। এদিন পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকার তৃণমূল কর্মীরা মারধরের অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ এবং তৃণমূল কর্মীরা পথ অবরোধ করেন। পুলিশ এসে অবরোধ তোলে। তবে এই ঘটনার প্রতিবাদে ভোট মিটলেই পথে বসার হুঁশিয়ারি তৃণমূল প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদার।

যদিও প্রথম দফায় ভোটের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। শনিবার বিজেপির প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করে কমিশনে ধন্যবাদ জানিয়ে আসে। বলেন, কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'প্রথম দফায় ভোটে কম রিগিং হয়েছে। কম হিংসা হয়েছে। ৯০ শতাংশ বুথে নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে।"

আজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা করতে পিংলাতে উপস্থিত হয়েছেন। আর সেখান থেকেই তিনি হুংকার দিয়ে বলেছেন, 'প্রথম দফাতেই বিজেপির দফারফা হবে। আজকে ভাগ্য লেখা হয়ে যাচ্ছে বিজেপির।' তার সুদৃঢ় হুংকারে এটা স্পষ্ট যে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে বাংলা বিধানসভা নির্বাচন যে তার বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। সেইসাথে আজকের জনসভা থেকে তিনি নির্বাচনের সময় রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনায় বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। পাঁচ জেলার ৩০টি আসনে ভোটের হার প্রায় ৮০ শতাংশ। আর এই ভোটদানের হার দেখে বেশ খুশি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোট মেটার পর শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী এবং প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'ভোট যত বেশি পড়বে ততই তা শাসকদলের পক্ষে যাবে। বরং ভোটদানের হার কম হলেই তা তৃণমূল কংগ্রেসের চিন্তার কারণ।' সেদিক থেকে দেখলে ভোট বেশি পড়েছে। শাসকদলের ফল এই ৩০টি আসনে ভাল হওয়ার কথা। আর সেটা জানা যাবে ২ মে এদিন নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় আংশিক লকডাউন নয়, টিকাকারণই একমাত্র পথ ঃ হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় নাইট কার্ফু বা আংশিক লকডাউন কোনটাই তেমন কার্যকরী নয়। করোনা মোকাবিলায় বেশ কিছু রাজ্যে চলছে নাইট কার্ফু, কোথাও আংশিক লকডাউন শুরু হয়েছে শনিবার যা নিয়ে এমনটা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন বলেন, টিকাকারণই একমাত্র পথ।

দেশে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি। ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৬০ হাজার। করোনা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাটে। বাড়ছে মৃত্যুর হারও। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশ কিছু রাজ্যে চলছে নাইট কার্ফু, কোথাও আংশিক লকডাউন। কিন্তু শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন জানালেন এর কোনওটাই করোনা নিয়ন্ত্রণে তেমন কার্যকরী নয়, টিকাকারণই একমাত্র পথ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন বলেন, শারীরিক দূরত্ব ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারে। তবে নাইট কার্ফু বা সপ্তাহ-শেষে আংশিক লকডাউন এ ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, সরকার টিকাকরণ আরও জোরদার করার কথা ভাবছে। জানান, কমানো হচ্ছে ভ্যাকসিনের বয়সসীমাও।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন আরও বলেন, করোনা মোকাবিলায় সরকার এখন আরও ভাল ভাবে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে, বর্তমানে দেশে ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ চলছে। এই ভ্যাকসিনগুলির পরীক্ষা বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আশা করা যায়, শীঘ্রই দেশে আরও বেশি ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে।

অসমে প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ৭২.২০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : নির্বিঘ্নে সম্পন্ন প্রথম দফার ভোট পর্ব। আজ সকাল থেকে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১২৬ আসন বিশিষ্ট ২১-এর পঞ্চদশ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট পর্ব শুরু হয়। সকাল সাতটা থেকে ১২টি জেলার ৪৭টি কেন্দ্রে প্রথম দফার নির্বাচনে ৩৩,৫৩০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ৮১,০৯,৮১৫ জন ভোটার মোট ২৬৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবেন।

সম্পূর্ণ বিলগ্নিকরণ করতে হবে এয়ার ইন্ডিয়াকে, নয়তো তালাবন্ধ, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি,২৭ মার্চ (হি.স.) : অংশীদারিতে নয়, সম্পূর্ণ বিলগ্নিকরণ করতে হবে এয়ার ইন্ডিয়াকে। নয়তো তালাবন্ধ করে দিতে হবে। এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে শনিবার নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল কেন্দ্র। এয়ার ইন্ডিয়াকে ইতিমধ্যেই নিলামে তোলা হয়েছে। আগ্রহী ক্রেতাদের জন্য ৬৪ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। তার মধ্যেই দরপত্র জমা দিতে হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া কেনায় আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার ১০০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শনিবার সংবাদমাধ্যমে জানায় কেন্দ্র। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী হরদীপ পুরি বলেন, "এয়ার ইন্ডিয়ার ১০০ শতাংশ বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তবে দোলাচল একটাই, বিলগ্নিকরণ করা হবে নাকি একে বারে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এয়ার ইন্ডিয়া প্রথম সারির সম্পদ, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজারে প্রায় ৬০ হাজার কোটির দেনা। এই ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। এয়ার ইন্ডিয়া এ বার নতুন কারও হাতে যাওয়া উচিত।"

দীর্ঘ দিন ধরেই রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার অবস্থা টালমাটাল। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেসরকারি সংস্থার হাতে এয়ার ইন্ডিয়াকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র। তার পরেও কোনও ক্রেতা এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন এয়ার ইন্ডিয়ার আর্থিক পুনর্গঠনে ২ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দও করে কেন্দ্র।

রক্তাক্ত মায়ানমার, সেনার গুলিতে শিশু সহ মৃত ৬৪, প্রত্যাঘাতে হত ১০ সেনা

মায়ানমার,২৭ মার্চ (হি.স.) : সু চি'র দেশে ক্রমশই দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। মায়ানমারে শনিবার সকালে সশস্ত্র দিবসের দিনেই ফের সেনাদের গুলিতে মৃত বেড়ে ৬৪ জন। এনিয়ে এখনও পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করতে গিয়ে সেনা-পুলিশের গুলিতে আত্মবলিদান দিলেন চারশোর বেশি বিক্ষোভকারী।শাসন বিরোধীদের রক্তে ফের রক্তাক্ত মায়ানমারের মাটি। শনিবার সেখানে আন্দোলনকারীদের উপর সেনা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ। তাতে কমপক্ষে ৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সেনার গুলিতে ১ বালকেরও মৃত্যুর খবর মিলেছে। এ ছাড়াও মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েক জন শিশু রয়েছে বলে খবর। গত ১ ফেব্রুয়ারি রাজনীতিকদের বন্দি করে সেনা দেশের দখল নেওয়ার পর, গত দু'মাসে সেনার গুলিতে প্রায় ৪০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন মায়ানমারে। এর মধ্যে শনিবারই সবচেয়ে রক্তাক্ত দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

সেনাশাসনের বিরুদ্ধে গত দু'মাস ধরেই বিক্ষোভে উত্তপ্ত মায়ানমার। শনিবার সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য উদ্‌যাপনে যখন ব্যস্ত সেনা, সেই সময় ইয়াঙ্গন, মান্দালয় এবং আরও বেশ কিছু শহরে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি দেয় সেনা। ঘোষণা করা হয়, পিছু না হটলে মাথায় অথবা পিছন থেকে গুলি করে মারা হবে তাঁদের। কিন্তু সেনার হুঙ্কারেও পিছু হটেননি আন্দোলনকারীরা। তাতেই নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে সেনা।

স্থানীয় সূত্রে যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তা অনুযায়ী, শুধুমাত্র মান্দালয়ের রাস্তাতেই কমপক্ষে ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সেনার গুলিতে ৫ বছরের এক বালকেরও প্রাণ গিয়েছে সেখানে। ইয়াঙ্গনে অনূর্ধ ২১ এক ফুটবল খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, সকাল থেকে কমপক্ষে ৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন সেখানে। শান প্রদেশের উত্তরে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়ার উপরও সেনা গুলি চালায় বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে করোনার দ্বিতীয় টিকা 'কোভোভ্যাক্স' আসতে পারে

নয়াদিল্লি,২৭ মার্চ (হি.স.) : সেপ্টেম্বরে করোনার দ্বিতীয় টিকা কোভোভ্যাক্স' বাজারে আসতে পারে বলে মনে করছে সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া (এসআইআই)। শনিবার এ খবর টুইট করে জানিয়েছেন সংস্থার সিইও আদার পুনাওয়ালা। বৃহস্পতিবার থেকে এদেশে কোভোভ্যাক্স'-এর ট্রায়াল শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। করোনার ব্রিটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাতির বিরুদ্ধে লড়াইতে সব মিলিয়ে এই টিকা ৮৯ শতাংশ কার্যকর বলে দাবি সিরামের।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার যৌথ উদোগে তৈরি টিকা 'কোভিশিল্ড'-এর উৎপাদন করছে সিরাম। চলতি বছরের জুনেই তাদের দ্বিতীয় টিকা 'কোভোভ্যাক্স' প্রয়োগের জন্য তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন আদার। তবে তা পিছিয়ে গিয়ে সেপ্টেম্বরে হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।শনিবার আদারের টুইট, 'অবশেষে ভারতে কোভোভ্যাক্সের ট্রায়াল শুরু হল। নোভাভ্যাক্স এবং সিরামের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই টিকা কোভিডের দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রিটেনের নতুন প্রজাতির বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ৮৯ শতাংশ প্রতিরোধক। আশা করি সেপ্টেম্বরেই এটি ছাড়া যাবে'।

ভোপালে ভেঙে পড়ল ছোট বিমান, গুরুতর আহত ৩ পাইলট

ভোপল, ২৭ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে ভেঙে পড়ল একটি ছোট বিমান। শনিবার ভোপাল থেকে গুনা যাওয়ার পথে মাঠের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটি। বিমানটিতে ছিলেন তিনজন পাইলট। তারা প্রত্যেকেই গুরুতর আহত। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিমানটি ভেঙে পড়তেই তাতে আগুন ধরে যায়। দমকল গিয়ে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ওড়ার কিছুক্ষণ পরই দুর্ঘটনার কবলে কেন পড়ে বিমানটি তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শনিবার ভোপাল থেকে গুনা যাওয়ার পথে ওড়ার কিছুক্ষণ পরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিমানটি। শহরের বাইরে বিশানখেদি গ্রামে মাঠের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটি। বিমানটিতে থাকা তিনজন পাইলটই গুরুতর আহত। তাদের কাছাকাছি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিমানটি ভেঙে পড়তেই তাতে আগুন ধরে যায়। দমকল গিয়ে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ওড়ার কিছুক্ষণ পরই দুর্ঘটনার কবলে কেন পড়ে বিমানটি তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তবে প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিগত কারণে এই বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে। এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে বিমানটি একটি ছোট ট্রেনার বিমান ছিল। সেখানে দু'জন শিক্ষানবিশ পাইলট ছিলেন। একজনের নাম সামি। আর একজনের নাম রাজ। আর ক্যাপ্টেনের নাম অশ্বিনী শর্মা। তবে তিনজন পাইলটকেই নিরাপদে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গান্ধীনগরের এসএইচও অরুণ শর্মা জানান, বিমানটি ভোপালের রাজাভোজ বিমানবন্দর থেকে উড়ে গুনা যাচ্ছিল। সরকারি কাজেও বিমানটি ব্যবহার করা হয়েছিল। গান্ধীনগরের কাছে একটি মাঠে তা ভেঙে পড়ে। শহরের বাইরে বিশানখেদি গ্রামে মাঠের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটি। বিমানটিতে ছিলেন তিনজন পাইলট। প্রত্যেকেই গুরুতর আহত। তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত পাচ্ছেন মল্লিকার্জুনরা

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কংগ্রেস মহাজোট সরকার গঠন করলে যে পাঁচটি গ্যারান্টি দিয়েছে তাতে রাজ্যের জনতা বিশ্বাস রেখে বিজেপিকে ঘরে তুলতে মন বেঁধে নিয়েছেন বলে সংকেত পাচ্ছেন দলের সর্বভারতীয় এবং প্রদেশ নেতৃত্ব। দাবি করেছেন রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে।

শনিবার দলের অসম প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যসভার দুই সদস্য ড় নাসির হুসেন, ড় অখিলেশ প্রসাদ সিং, লোকসভার সদস্য তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংবাদ মাধ্যম তথা যোগাযোগ কমিটি চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র প্রফেসর গৌরব বল্লভ এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংবাদ মাধ্যম সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মাকে পাশে বসিয়ে এই দাবি করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

তিনি বলেন, অসমে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ৪৭টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় সব আসনেই কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে বলে সংকেত পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস জনতার কাছে গিয়ে পাঁচটি গ্যারান্টি পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছে। এই গ্যারান্টিগুলো অসম তথা অসমিয়াদের ভবিষ্যতের দিশা পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্ণায়কের ভূমিকা নেবে। যে পাঁচটি গ্যারান্টি কংগ্রেস দিয়েছে তাতে দূরদৃষ্টি এবং ইচ্ছাশক্তির প্রতি তাঁরা সব বয়সি জনতার কাছ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে সাড়া পেয়েছেন, দাবি মল্লিকার্জুনের। তিনি বলেন, নির্বাচনি দৌড়ের অন্তিম পর্যায়ে এসে কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে বিজেপি তিন দফার ভোট পর্ব শেষ হওয়ার আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে। খাড়গে বলেন, প্রচারাভিযানে বিজেপি জোট সরকার তাদের পাঁচ বছরের কার্যকালে কাজকর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নাবলির সদুত্তর দিতে পারছে না। মল্লিকার্জুন বলেন, গত পাঁচ বছরে কতটা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়েছে সেই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার ভীতি বিজেপিকে ত্রস্ত করে তুলেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসমের মুখ্যমন্ত্রী সহ ছয় মন্ত্রীর ভাগ্য বন্দি ইভিএমে

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : অসম বিধানসভা নির্বাচনে আজ শনিবার ১২টি জেলার ৪৭টি আসনে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ভোট পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও কয়েকটি বুথে ইভিএম-এ গরমিল এবং ভোটারদের দীর্ঘ সারির পরিপ্রেক্ষিতে আধা থেকে দু-ঘণ্টা পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এদিকে প্রথম দফার ভোটে মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের ছয় মন্ত্রীর ভাগ্য ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে বন্দি হয়েছে। যে সকল মন্ত্রীর ভাগ্য ইভইএম-এ বন্দি হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে মাজুলিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিহালিতে বস্ত্রমন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত, ঢকুয়াখনায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নবকুমার দলে, কলিয়াবরে জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, বোকাখাতে কৃষি-পশু সম্পদ মন্ত্রী অতুল বরা, মাহমরায় রাজস্ব মন্ত্রী যোগেন মহন, তিনসুকিয়ায় চা জনজাতি কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।